অবসর।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা।
১৩০২।

30

বিজ্ঞাপন।

—o—

পুস্তকের নামে রচনার ইতিহাস। সন্তানকে পূজার কাপড় পরাইয়া বাহিরে আনা, ও রচনা ছাপার অক্ষরে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ করা, একই জাতীয় অভিলাষ—বা দুর্ব্বলতা। সকলের নিকট তাহা মার্জ্জনীয় না হইলেও, তাহার কারণ সকলেরই সহজে বোধগম্য।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহোদয় আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

মহালয়া ১৩০২
কলিকাতা।

ভাই যতি,

বর্ত্তমান পুস্তকের অধিকাংশ বিষয়গুলি রচনার পরক্ষণেই তুমি সাগ্রহে পাঠ করিয়াছিলে। তাহার মধ্যে কতকগুলি অন্য কারণে তোমার প্রিয়। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য তোমার নামের সহিত এই পুস্তক জড়িত করিলাম। বিদ্যার্জ্জনে তুমি এখন প্রবাসী। বিদেশে অকস্মাৎ বন্ধু-সন্দর্শন-বৎ, এই পূর্ব্ব-পরিচিতের সাক্ষাৎকার তোমার প্রবাস-মথিত হৃদয়ের শিথিলতাকে চমকিয়া প্রীতি-মূলক কথঞ্চিৎ বল প্রদান করিতে সমর্থ হইলে সুখী হইব।

ফরিদপুর,
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সূচীপত্র।

———o———

অবসর।

কোজাগরে শুকতারা।

১

জ্যোতিঃ-বসনে,
গোধূলি-আসনে
বসি, একমনে
কারে চাও ?
ধীর আঁখিতে
কাহারে দেখিতে
কনক কিরণ
ঢেলে দাও ?
গোধূলি মিশায়
আকাশের গায়,
নয়নে পলক
তবু নাই,

অবসর

আঁখি অনিমিখ্
চেয়ে একই দিক,
কার আশা পথে,
ভাবি তাই।
সুষমা ঝলকে,—
যামিনী-অলকে
গাঁথা রতনের
ফুল প্রায়,—
যাহার লাগিয়ে
রয়েছ জাগিয়ে,
কোন্ দেব সেই
অমরায়?

২

পূরবে চন্দ্রমা
পূর্ণ-সুষমা
ধীরে ধীরে ধীরে
ওঠে ওই,
যামিনী অঞ্চলে
বাঁধি কুতূহলে,
বলে,—"আমি ঊষা,
নিশি নই!"

শ্রান্ত নয়ান,
উদাস পরাণ
মলিন বয়ানে
দেখা যায়,
যেন বা কাহারে,
আলোক-আঁধারে,
চেয়ে চারি ধারে
খোঁজে হায় !
কিরণ-মালিকা
তারকা-বালিকা
ফুটি একে একে
বলে,—“কও
কথা মোর সনে,”—
শশী আনমনে
বলে—“ওগো, সে ত
তুমি নও !”

৩

প্রণয়-নিরাশে
লুকায় আকাশে
মলিন-সুষমা
তারা-চয়;—

শশী উঠে ধীরে,
চাহে ফিরে ফিরে,
আকুল পরাণে,
নভোময় ;
সুদূর পশ্চিমে,
গগণের সীমে,
মাঝে সোণামাখা
নীলিমার,
বিমল কিরণ
রতন-বরণ
থির আঁখি হতে
ঝরে কার ?—
নেহারিল চাঁদ ;—
ঘুচিল বিষাদ,
হৃদয়েতে সুধা
উথলায় ;
আশার পূরণে
উজল আননে
রজত লহরী
ভেসে যায় !

৪

মিলিল চকিতে
আঁখিতে আঁখিতে,—
গগণ-পরিধি
মাঝে তার,—
অবশ পরাণ,
উথল নয়ান,
সুদূর মিলন
দুজনার !
কোমল কিরণে
বিকচ নয়নে
পরশিল শশী
তারকার,
সুখের শিহরে,
কিবা লাজ-ভরে,
চারু আঁখি আধ
মুদে তার !
না কহিল কথা,
না জানাল ব্যথা,
না দিল ফিরিয়া
সে সোহাগ,

সরমেতে সারা
ম্লান শুকতারা,—
মরমেতে ভরা
অনুরাগ !

৫

সুখের অলসে,
কিবা লাজ-বশে,
ঢলে পড়ে তারা,
নভোগায়,
ধীর চরণে,
স্তিমিত নয়নে,
শেষে নিশিকোলে
মিশে যায় ।
যে দিকে লুকালো
সে মাধুরি-আলো,
শশীর সে দিকে
ধায় প্রাণ,
বিনা পরশন
দেবের মিলন,—
বাধে না আকাশ-
ব্যবধান !

স্মৃতি কোলে করি,
হৃদে সুধা ভরি,
ভাসাল রজতে
চরাচর,—
জাগি সারারাতি
শশী ম্লান-ভাতি
পোহাল প্রেমের
কোজাগর !

বিগতস্মরণে।*

১

না জানি কিসের তরে বৃথা অশ্রু ঝরে রে!
কি পূত-বিষাদ-বলে
জনমি মরম-তলে,
অবশেষে আসি চক্ষুঃ আকুলিত করে রে;
শরতের মনোলোভা
হরিত ক্ষেত্রের শোভা
নিরখি যখন আমি ব্যথিত অন্তরে রে,—
যে দিন গিয়াছে চলি,
আর না ফিরিবে বলি,
ঝরে অশ্রু সুখময় সেই দিন তরে রে!

২

হাসে যথা প্রভাতের তরুণ কিরণ রে,
সাগরস্থ পোতোপরি
আনে যাহা হৃদে ধরি,

---

* After Tennyson's "Tears, idle tears."

চক্রবাল অতিক্রমি, যতনের ধন রে ;
হরি চির-প্রিয়-জনে,
ধরি সান্ধ্য রাঙা রঙে,
কাঁদাইয়া পোত যথা দৃষ্টি ছাড়ি যায় রে,—
যে দিন গিয়াছে চলি,
আর না ফিরিবে বলি,
তেমতি হাসিছে হৃদে,—তেমতি কাঁদায় রে !

৩

মুমূর্ষুর কাণে যথা বসন্ত উষায় রে,
যত অর্দ্ধ-জাগরিত
পাখীর প্রথম গীত
কি যেন বিষাদ-পূর্ণ কহনে না যায় রে,
যবে, ম্রিয়মাণ চোকে
বাতায়ন ক্ষীণালোকে
অস্ফুট আলোক-খণ্ড মাত্র বোধ হয় রে,—
যে দিন গিয়াছে চলি,
আর না ফিরিবে বলি,
তেমতি বিষাদ-পূর্ণ, কি-যেন-কি-ময় রে !

৪

কি মধুর চুম্বনের স্মৃতি মৃত্যু-পরে রে !
যে অধর অন্তে চাহে,
মানস চুম্বন তাহে,
কি মধুর নিরাশ্বাস প্রেমিকের অন্তরে !
গভীর উচ্ছ্বাস-ময়,
কিবা নব প্রেমোদয়,
মরম-বেদনে, শেষে, কি আকুল করে রে !—
তেমতি, তেমতি,—অহো, জীবনে মরণ রে !—
যে দিন গিয়াছে চলি,
আর না ফিরিবে বলি,
মধুর, আকুলকারী তাহার স্মরণ রে !—
না জানি কিসের তরে বৃথা অশ্রু ঝরে রে !

———

কেন আসি।

১

কেন গো আসি হেথা,

শুনিবে সখি ?

কেন গো আসি হেথা ?—

ঘুচাতে হৃদি-ব্যথা,

রূপের ফোয়ারাতে

জুড়াতে আঁখি ;

দেখিতে কালো চুলে,

দেখিতে আঁখি-কোলে

কেমনে খেলে তারা

ভ্রমর-ভাতি ;

কেমনে রাঙা ঠোঁটে

মোহন হাসি ফোটে,

সাজায়ে চুনি-মাঝে

মুকুতা-পাঁতি ;

সুরভি-শ্বাস-ভরে

কেমনে হৃদি-থরে

সাগরে ঢেউ যেন

উঠিয়া পড়ে ;

ভুরুর বাঁকা টানে,
আকুলি মন প্রাণে,
কেমনে ক্ষণে নব
সুষমা গড়ে ;
অলক-বাঁধা ফাঁসে
চুমিছে গাল-পাশে,
যেন বা গোলাপেতে
ভ্রমর-ভার ;
কবরী করি আলা
হাসিছে কুঁদ-মালা,
যেন বা নিশি-শিরে
তারার হার ;
দেখিতে চলে যাওয়া,
শুনিতে কথা কওয়া,
স্বপনে দেখা রূপ
দেখিতে চোকে ;
লুটাতে রাঙা পায়,
কুসুম-দল-প্রায়
সুরভি ভাব-গুলি
ফুটাতে বুকে।

২

কেন গো আসি হেথা ?—
রূপের দায় !
সুষমা-সরো-মাঝে,
নলিনী-হৃদি রাজে,
দেখিতে তীর হতে
না ছুঁয়ে তায় !
ভ্রমর-পতি বুকে
ধরিয়ে মনসুখে,
আবেশ-বশে চারু
শরীর ঢলে,
নলিন- হৃদি হেন
কাঁপিলে, দেখি যেন
রূপের ঢেউ-গুলি
খেলিয়ে চলে !
কেন গো দেখে সুখী ?—
বল না, শশী-মুখি,
কেন সে দেখে লোকে
সাঁঝের কালে,

তারকা-হীরা-বুটি
পরিয়ে নীল শাটি,
জোছনা-হাসি শশী
যখন ঢালে !

নয়নে-ফুলধনু।
বল না, ফুলতনু !
দেখিয়ে কেন লোকে
অবশ হয়,

যখন ফুলবধূ
বিলায়ে মন-মধু,
আলোকি বন-হৃদি
ফুটিয়ে রয় !

পূরবে চাঁদ-ওঠা
নীরবে ফুল-ফোটা,
দেখিতে, সখি, বড়
ভাল গো বাসি,

চকোরে সুধা খায়,
অলিতে দলে পায়,—
আমি যে খালি তায়
দেখিতে আসি।

মূক বালিকা।

১

নীরবে তারকা ফুটে আঁধার রজনী-গায় ;
চমকি লহরী-শিরে নীরবে জোছনা ভায় ;
নীরবে কুসুম হাসে,
লুকায়ে পাতার পাশে,
নীরবে প্রণয় জাগে হৃদি-ফুল-বিছানায় ;
নীরবে ত্রিদিব-বালা,
ঊষা, পরি ফুল-মালা,
চমকি দিগন্ত রূপে, নয়ন মেলিয়ে চায় ;
নীরবেতে শশী রবি,
মৃদুতা প্রতাপ ছবি,
ভাসিয়া আকাশ-মাঝে কিরণ ছড়ায়ে যায়
প্রকৃতি নীরবে বসি,
রচেন সুষমা রাশি ;
নীরব মাধুরী ধরে ঘুমন্ত শিশুর কায় ;
বসন্ত-নিশীথে বনে,
চাঁদিমা সুরভি সনে
সুন্দরে-মধুরে মিশে —নীরব নন্দন তায়।

২

এরা ত কহে না কথা, এরা ত গাহে না গান,
শ্রবণে মদিরা ঢালি এরা না মাতায় প্রাণ ;
তবু যেন মনে হয়,
কি ভাষা ইহারা কয়,
ত্রিদিব-ঝঙ্কারে পুরি মরম-নিভৃত-স্থান ;
বুঝি বা হৃদয়-মাঝে
সূক্ষ্মতম তন্ত্রী আছে,
রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধে বাজে যাহা অনুক্ষণ ;
মধুর স্পন্দনে যার,—
নিমেষেতে কোটিবার,—
তারার সপ্তম ছাড়ি উঠে সুর আগগন ;
শবদের স্থূল জ্ঞান
না পরশে সেই তান,
অতীত-শ্রবণ, বুঝি, সে সংগীত নিরুপম ;—
কিম্বা বাজে সে ঝঙ্কার
শ্রবণেতে দেবতার,
মাটি যার পদতলে নরের আকাশ-ভুম ।

৩

তুমিও কহ না কথা, তুমিও গাহ না গান,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, অমনি উথলে প্রাণ!
কি ভাষা তোমার চোকে,
কি কথা নীরব মুখে,
ফুটে না বচনে যাহা এমনি সে উচ্চতান;
হৃদয়েতে কি উচ্ছ্বাস,
মানসে কি অভিলাষ,
কিবা আশা, সুখ, দুঃখ, কি করুণা, অভিমান;
প্রাণ ভোরে কি পিপাসা,
যৌবনের কি লালসা,
কি মধুর প্রেম-ব্যথা, নীরব বিষাদ-গান;—
নন্দনে মন্দার মত,
ফুটে আছে পুষ্প শত,
হৃদয়ের কুঞ্জবনে, জুড়ায়ে নয়ন, ঘ্রাণ;—
পশে মর্ত্ত্য-হৃদি-মাঝে,
কিন্তু কাণে নাহি বাজে,
হাসে মুখে, ভাসে চোকে, আকুলি বিস্মিত প্রাণ!

৬

দেখিয়া তোমার মুখ নীরবে চাহিয়া থাকি,
গম্ভীর উচ্ছ্বাস-ময় বিষাদে হৃদয় মাখি ;
নীরবে নীরব ভাষা
বুঝিতে, গো, করি আশা,
বুঝি বুঝি করি, ভাবি, বুঝিবারে আছে বাকি !
কুসুম-কাননে বসি,
সুগভীর অমানিশি,
সুরভি আঁধার মাঝে ফুল কোথা চেয়ে দেখি,
নয়নে আঁধার ঢাকে,
কুসুম অদৃশ্য থাকে,
ঘ্রাণে পরিচয় করি কি ফুল ধরেছে শাখী ;
শ্রুতির আঁধার মাঝ,
নয়নে কাণের কাজ
করিয়া, তেমতি বুঝি তব মর্ম্ম-কথা বা কি,
তেমতি গো অনুমানে,
প্রাণের অস্ফুট জ্ঞানে,
হরষ, বেদনা, তব বিচারি নিরখি আঁখি !

৫

চিত্রকর আঁকে ছবি ধরি যাদু-তুলিকায়,
ফলায়ে বিবিধ চারু বরণ পটের গায় ;
অসরল রেখা মাঝে
রঙের মিলন সাজে,
প্রতিকৃতি অপরূপ জনমে সুন্দর তায়,
হৃদয়ের ভাব-গুলি
দেখায় পরশি তুলি,
জড়কে জীবন্ত করি সুষমার পূর্ণতায়,
কল্পনার ছবিখানি
ভাসায় পটেতে আনি,
আনন্দ বিষাদে পুরি, হাসায় কাঁদায়, হায় ;
নীরবে ধরিয়া বাঁধে
মনোমত বাছা ছাঁদে,
পরিহরি, মনোমত, কঠোরতা ক্ষুদ্রতায় ;
একটি কল্পনা-লীলা
সে পটেতে করে খেলা,
ছবিত কহে না কথা, কিন্তু হৃদি সে দেখায়,—
ছবি ত কহে না কথা, কিন্তু হৃদি সে মাতায় !

৬

মরতের চিত্রপটে, তেমতি, গো, মনে মানি,
রচিল বিধাতা তোমা, দেখাতে জগৎ-প্রাণী ;
চঞ্চল-নয়ন-কোলে,
প্রাণের মূরতি খেলে,
গালের গোলাপ-থরে ফুটে হৃদয়ের বাণী,
স্ফুরিত অধর-ভাগে
কত প্রেম ঘৃণা জাগে,
উরস-স্পন্দনে তব বাজে কি গভীর ধ্বনি,
ভ্রূকুটির কুটতায়,
অলকের সুষমায়,
শরীরের হাব ভাবে, দেখাও মরম, ধনি,
কৌমুদীর তুলিকায়,
বসন্ত-উষার ভায়,
রচিত কুসুম গায়, তনু তব অনুমানি,—
জীবন্ত এ পট মাঝে
ক্ষণে নব চিত্র রাজে,
তুমি ত মানবী নহ,—মানবীর ছবি খানি !

৭

নীরবে তারকা ফুটে, নীরবে জোছনা ভায়,
নীরবে কুসুম হাসে, প্রণয় না কথা কয়,
নীরবে উষার খেলা,
শশীর কিরণ-মেলা,
নীরব জ্বলন্ত জ্যোতিঃ রবির প্রখরতায়,
প্রকৃতির চারু শোভা
নীরবে মনোলোভা,
নীরব কোমলতা ঘুমন্ত শিশুর গায়,
মধু পূর্ণিমার নিশি,
শরীরে শরীর মিশি,
কৌমুদী মলয়ানিল চুমে ধীরে নিসাড়ায়;
তুমিও নীরব, বালা,
সুষমার ষোল কলা,
তোমারই সনে এরা প্রাণে প্রাণে কথা কয়,
পূত নীরবতা মাঝে
স্বরগ-ঝঙ্কার বাজে,—
'নীরব' কথার কথা, জগৎ সংগীত-ময়।

বসন্ত-সমীর।

১

বসন্তের সহচর, কুসুম-বিলাসী রে
মলয়-পবন!
চুমি চূত-মুকুলেরে সুরভি-নিশ্বাসী রে
মৃদুল-গমন!
অবিতৃষ্ণ নিত্য নব সৌন্দর্য্যে বিহর রে
উন্মাদ-পরাণ;
নিত্য নব পরিমলে আবেশে শিহর রে
বিলাসী-প্রধান!
রতি-পতি-সনে ভ্রমি, প্রণয়ে কুশল রে
চতুর-অগ্রণী;
কি যাদুমায়ার বলে ভুলাও সকল রে
হৃদি-সম্মোহনী;
ধীর-চঞ্চলে পশি ফুলবালা-পাশে রে
মৃদুলে পরশ,
পাতার ঘোমটা খুলি ফুল-বালা হাসে রে
পুলকে অবশ;

কি উচ্ছ্বাস উঠে তার কোমল পরাণে রে
অমৃত-স্পন্দনে ;
কি ভুলান কথা তার বল কাণে কাণে রে
বীণার নিঃস্বনে ;
সরলা বালিকা, মরি, আপনা পাশরে রে
পরের লাগিয়া,
পরিমল-রূপে, হায়, হৃদয় বিতরে রে
পাগল হইয়া !

২

শত মুগ্ধ কুসুমের চুরি করি মন রে,
বসন্ত-সমীর,
অশেষ-বিলাস-ক্লেশে অলস-গমন রে,
মন্থর সুধীর,
আবরি সুতনু তনু সুরভি আঁধারে রে,
স্বৈর-সুকুশল,
পশ ধীরে—অতিধীরে—সরসী-মাঝারে রে
ছলি বন-স্থল ;
নিশীথে সুষুপ্ত, মরি, স্থির অচঞ্চল রে
স্বচ্ছ সরলতা,

স্বরগের ছবি ধরি হৃদয়ে তরল রে,—
স্বপনেতে যথা !
সরস উরসে, মরি, হরষ-অন্তরে রে
পরশ কোমলে,
পুলকে কাঁপিয়া উঠে হৃদি থরথরে রে
তরঙ্গ-হিল্লোলে !
পবিত্র ত্রিদিব-স্বপ্ন যায় মুগধার রে
ভাঙিয়া চুরিয়া,
ভাঙা নভঃ, ভাঙ্গা মেঘ, ভাঙা তারাহার রে
যায় সে ভাসিয়া !
শিহরি জাগিয়া উঠি মধুর আবেশে রে,
মৃদু-কল্লোলিনী
মিশ্র সুখ-দুঃখে কহে নিশি-সখি-পাশে রে
আপন কাহিনী !

৩

রবির চিতাগ্নি যবে নিবাইয়ে জলে রে
পশ্চিম সাগরে,
সন্ধ্যা, বিধবার বেশে, ধূসর অঞ্চলে রে,
ম্লান শোকভরে,

ভূশয়ানা ;—মুদি আঁখি, হৃদয়ে আঁধার রে,—
হতাশের ছবি,—
নীরব শোকেতে ক্ষরে নয়ন-আসার রে
ধরাতল প্লাবি ;
অযত্নে কুন্তল-রাশি দিগন্তে ছড়ান রে
আত্ম-বিস্মরণে,
আলুল অলক-ভার বিষাদ-মাখান রে,
ঢাকিয়া বদনে ;—
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে ছাড়ি মলয়-কন্দর রে
শান্তি নিকেতন,
পরের বেদনে, মরি, পরাণ কাতর রে,
করুণা-প্রবণ,
আসি বিধবার কাছে নিসাড়া-চরণে রে,
ব্যথিত অন্তরে,
নিসাড়া প্রবেশে যথা সম দুঃখী জনে রে
শোকের আগারে,
করুণে, কোমলে, তুমি পরশ সন্ধ্যার রে
অলকে, কপালে,
পরশে সোদর যথা স্নেহে সোদরার রে
শোকতপ্ত ভালে !

৪

খুলিয়া স্বর্গের দ্বার সুবর্ণ-অর্গলে রে
কোকিল-ঝঙ্কারে,
অমরা-সৌরভে পুরি মর ধরাতলে রে
যেন বা মন্দারে,
যবে, ঊষা, মহাদেবী, জীব-নিস্তারিণী রে
উরেন আকাশে,
চরণে সরোজ ফুটে, জ্যোতিঃ-কিরীটিনী রে
দিগঙ্গনা হাসে ;
আলোক-ত্রিশূলে বিঁধি নাশেন আঁধারে রে,
উদ্ধার-কারণে
মুগ্ধ পৃথিবীর, রঞ্জি শত রক্ত-ধারে রে
গগন-প্রাঙ্গনে ;
মহিষ-মর্দ্দিনী যথা শুম্ভ-মহারণে রে
দম্ভে শম্ভুজায়া,
দেব-পুঞ্জ-তেজ-শ্ছটা প্রদীপ্ত বদনে রে,
হাসে মহামায়া,
সংসার-নিস্তার তরে হানে মহাশূল রে
অরাতি-হৃদয়ে,

সহস্র শোণিত-উৎস রঞ্জয়ে বিপুল রে
অসুরের কায়ে !
অতুল-গৌরবা দেবী ঊষা দরশনে রে,
ভকতি-প্রবণ,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁর লুটাও চরণে রে,
বসন্ত-পবন !

৫

প্রেম, দয়া, ভক্তি, এই ত্রিকেন্দ্রী জগৎ ;
প্রেমেতে জগৎ সৃষ্টি,
দয়াতে জগৎ পুষ্টি,
ভক্তিতে জগৎ স্পর্শে, মহা শৈলবৎ,
অনাদি অনন্ত স্বর্গ পবিত্র মহৎ।

বসন্তের স্মৃতি।

১

এক দিন মধু-মাসে শুনেছি, দেখেছি,—
পাপিয়ার সুরে কাঁপিল সোহাগে
প্রেমের মধুর গান,
প্রেমে ভোর বায়ু চুমি মাতাইল
মুকুল-বধুর প্রাণ;
ছোট ছোট ছায়া, পরীনারী মত
নাচিল মনের সুখে,
কভু পিছে হটি, কভু আগে ছুটি,
প্রশান্ত আলোর বুকে।

২

জাগিছে পরাণে আজিকে সে দিন,
মাজিয়ে আলোকে হৃদয় মলিন;—
পাপিয়ার গান, কুসুমের বাস,
পরিমল-লোভি-পবন-পিয়াস,
ছায়া পরীনারী হরষে রঙ্গিণী,
সুতনু-শরীর, আলোবিহারিণী;—

পশিছে স্মরণে সে দিন এখন,
সুন্দরে মধুরে অপূর্ব্ব মিলন,—
কতই সুন্দর, মধুর কত,
স্মৃতি-পথ-চারী বসন্ত বিগত।

—— ০ ——
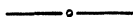
শিশুর কান্না শিশুর হাসি।

১

শিশুর কান্না, শিশুর হাসি,
এই আসে, এই যায়,
এই দেখ কেঁদে আকুল,
এই আবার হেসে চায়!

২

দেড় বছরের সোণা মেয়ে
আপন মনে বসে আছে,
খোলা ঘোমটা বুকের কাপড়
যোড়শী মার কোলের কাছে।
নতুন গড়ে' আসিয়াছে
খোঁপার সোণার গোলাপ ফুল,
নতুন গড়ে' আসিয়াছে
চাঁপার গড়ন কাণের দুল;
মৃদু হাসি অধর-'পরে,
মৃদু আলো চোকে খেলে,
মৃদু মধুর হরষ ভরে
ঈষৎ যেন শরীর দোলে;

দুটি চাঁপা, একটি গোলাপ,
 এত হরষ তায় কি আসে ?—
পতির আদর জমাট-বাঁধা
 যেন সোণার রঙে হাসে !

৩

চাঁপার গড়ন দুলটি নিয়ে
 চাঁপার গড়ন আঙুল মাঝে,
ননীর গড়ন বাহু তুলে
 নিয়ে গেল কাণের কাছে ;
বাহুর সঙ্গে উঠ্‌লো বুকে
 আধ-ঢাকা কনকথর,
কাঁপ্‌লো ঈষৎ অলক রাশি
 সর্‌লো হার গলার 'পর ;
মুখে ঈষৎ ব্যথার রেখা,
 কপোলমাঝে ঈষৎ খাল,
রাঙা অধর একটু খোলা
 দশন-ছটায় আরো লাল ;
তুলি-আঁকা ভুরুর মাঝে
 ঈষৎ কুঞ্চিত রেখা,

ললাট 'পরে মুক্তা মত
ঘর্ম্ম-বিন্দু দিল দেখা ;
নয়ন দুটি বুজে এলো,
সুখে ?—ব্যথায় ?—কে তা জানে,
পতি পর্‌তে বলেছিল,—
দুল্‌লো সাধের দুল্‌টি কাণে।

৪

এগিয়ে এসে একটু সরে
দেড় বছরের দুষ্টু মেয়ে
খোঁপার গোলাপ তুলে নিল
মায়ের মুখের দিকে চেয়ে।
"নিস্ নি, খুকি, নিস্ নি" বলে
ধর্‌লো খুকির কচি হাত,
ভেঙে ফেল্‌বি ফুলটি আমার,
ফুট্‌বে হাতে সোণার পাত।
খুকি ধর্‌লো খোঁপার গোলাপ
আরো চেপে মুটো করে,
উঁ উঁ করে হাত ছাড়িয়ে
চায় পালিয়ে যাবার তরে।

"দাও না, খুকি, যাদু আমার,
তুমি যে মা লক্ষ্মী মেয়ে,"—
ফোটা-কমল হাত্‌টি পেতে
রইল খুকির মুখে চেয়ে।
উঁ উঁ করে পেছন ফিরে
খুকি চায় যেতে দূর,
মা ছাড়ে না হাত্‌টি দেখে
ধর্‌লো ক্রমে কান্না সুর।
ভেঙে ফেল্‌বে ফুল্‌টি, ভেবে,
কেটে ফেল্‌বে হাত্‌টি তায়,—
কচি মুটো ত্বরায় খুলে
খোঁপার গোলাপ নিতে যায়।
খুকির ধরা কান্নাসুর
আরো ক্রমে বেড়ে এল,—
ফুলটি টেনে নিতে গিয়ে,
কচি হাতটি কেটে গেল!

৫

মেঝেয় ফেলে সোনার গোলাপ,—
পাপ্‌ড়ি ভেঙে গেছে তার,—

খুকি উঠ্‌লো ককিয়ে কেঁদে,
ফিরে মুখের দিকে মার।
ছোট মুখে হাঁ করিয়ে,
দেখিয়ে ছটি ছুদে দাঁত,
অধীর-শ্বাসে শরীর কাঁপে,
নাড়ে কচি কাটা হাত ;
বুজে কুন্দ-চক্ষুঃ ছুটি,
ফুলিয়ে ছোট নাসিকায়,
ছোট গায়ের সকল জোরে
কাঁদে খুকি উভরায় ;
পক্ষ্মরাজি ছুঁইয়াছে
ছুদে-আলতা সমান গাল,
হয়েছে যা কান্নাশ্রমে
আরো অধিকতর লাল ;
ছুনয়নে চারিধারা
বোজা-আঁখি-কোনে ছোটে,
কাজল-ধোয়া নোনা-জলে
মলিন রেখা কপোল-তটে ;
কপাল-ঢাকা কোঁকড়া চুল
ঘামের ফোঁটায় ভিজে গেছে,

মায়ের মত ভুরুর 'পরে
কপাল মাঝে জড়ায়েছে ;
কচি কাটা হাতে, দেখ,
দু এক ফোঁটা শোণিতধার,—
কাঁদে খুকি ফুলে ফুলে
ফিরে মুখের দিকে মার !

৬

খুকির এমন কান্না দেখে,
দেখে হাতে রুধির-ধার,
কে জানে তা বুকের ভিতর
কেমন করে উঠ্‌লো মার ;
করুণ তন্ত্রী বাজ্‌লো হৃদে
মায়া-ভরা বিষাদ-তানে,
গয়না পরা ভুলে গেল,
বাজ্‌লো ব্যথা কোমল প্রাণে;
কপোলেতে শুকাইল
হরষ-ফোটা গোলাপরাশি,
বিবর্ণ অধর কোলে
লুকাইল মৃদু হাসি ;

নলিন নয়ন ভরে এল
স্বচ্ছ তরল সলিল-কণে,
সরোবরে ভাস্‌লো যেন
কমল-কুঁড়ি ভ্রমর সনে ;
উঠে, পড়ে, ভরা বুক,
দুরু দুরু গুরু হিয়া,
ঢাকা আঁচল পড়ে গেল,
খস্‌লো বেণী বিনোদিয়া ;
প্রাণের টানে কোলের মাঝে
খুকিরে লইল তুলি,
"বাছারে আমার !" বলে,—
শ্বাসে ভাঙা কথাগুলি !

৭

বাঁ উরুতে খুকির মাথা,
ডান উরুতে কচি পা,
ছোট বাহু মায়ের বুকে,—
খুকি কাঁদে বলে "মা" !
ছুট্‌লো হৃদি ফুল্‌বাগানে,
স্নেহ-উৎস বেগের ভরে,

নবনীত স্তন-মুখে
স্নেহ গলে'পড়ে ঝরে' ;
চাঁপা-ঘেরা কমল-করে,
ধরি বুকের কনক-থর,
ঈষৎ নুয়ে বাম দিকে,
দিল খুকির অধর'পর ;
অন্য খোলা পয়োধরে
ভ্রমর-কালো চুচুক পরি
চাঁপার কলি আঙুল দুটি
নাড়ে, ঈষৎ চেপে ধরি ।
খুকির ধরা কান্না সুর
ক্রমে ক্রমে কমে এল,
অস্ফুট প্রথমে, পরে
একেবারে থেমে গেল ।
কচি কাটা হাতটি এবে
মায়ের বুকে বুলাতেছে,
ভিজে-পাতা চোকে চেয়ে
মায়ের মুখে হাসিতেছে !

৮

শিশুর কান্না, শিশুর হাসি,
এই আসে, এই যায়,
এই দেখ কেঁদে আকুল,
এই আবার হেসে চায়।
সুখের উৎস, দুঃখের ঝোরা,
এতই কি ঘেঁসাঘেঁসি,
বিষাদ-আঁধার, হরষ-আলো,
এতই কি মেশামিশি ?

৯

(উপসংহার ।)

"একি অপরূপ ছবি, সখি, চোকে ভাসিল।"—
লাজে জড়সড় হয়ে,
আঁচল তুলিয়ে লয়ে,
এদিকে ওদিকে টানি, তনুখানি ঢাকিল;—
"এ কি পাগলিনী-বেশ,
আলুথালু কাল কেশ,

লুটাইয়া পৃষ্ঠদেশ, বেণী ওই পড়েছে,
এক কাণে দেখি দুল,
কেমনে হইল ভুল,
আর এক কাণ, বল, কিবা দোষ করেছে !
কোলে শুয়ে সোনা মেয়ে,
হাসে তব মুখ চেয়ে,
ভ্রমর-লাঞ্ছিত রেখা দেখি তারো বদনে,
হরষে বিষাদ-রাশি,
বিষাদে হরষ-হাসি,
ঊষায় গোধূলি মিশি, কেন, বল, ললনে ?"
কথা না ফুটিতে মুখে,
ভাব না জুটিতে বুকে,
ভুরুর কুঞ্চন সহ অপাঙ্গ না খেলিতে,—
"এই, নাও, পর দুল,"—
বলি, চুমে কর্ণমূল,
কেশে মিশাইয়ে কেশ, গালে ছুঁয়ে গালেতে ;
ঈর্ষ্যাবশে, মার বুক
হতে ছাড়াইয়া মুখ,
উঁ উঁ বলে, ছোট হাতে ঠেলিল সে বদনে ;
আবার গোলাপ-রাশি

ফুটিল কপোলে আসি,

আবার অধরে হাসি, মৃদু আলো নয়নে!

খোকার মার প্রতি।

১

অধরের প্রান্তে হাসির আভাস,
নয়নের কোনে চাঁদিনী রাতি,
হৃদয়ের মাঝে কুসুম-বিকাশ,
বদন-মণ্ডলে প্রীতির ভাতি,—

২

কি সাগর সেঁচি, লভি কি রতন,
বল, ভাগ্যবতি, হরষ এত,
বিধি মিলাইলা কি অমূল্য ধন,
সফল করিয়া কঠোর ব্রত ?

৩

বুঝেচি, বুঝেচি, পতি-সোহাগিনি,
আনন্দ-লহরী যাহার তরে,—
সাগরের প্রায় রত্নপ্রসবিনী
হয়েছ করুণ দেবের বরে।

৪

সাগরের প্রায় ?—অযথা তুলনা !—
অতুলে তুলনা কভু কি সাজে ?
সেঁচিলে জলধি, মিলে কি বলনা,
যে ধন তোমার ক্রোড়ের মাঝে !

৫

চাঁদের কিরণে কুসুমসুষমা
জড়িত হইয়া, মাধুরি ধরি,
বিকাশি রূপের মোহন গরিমা,
ঘুমায় তোমার কোলেতে, মরি !

৬

ক্ষরিছে গলিত মমতা উরসে,
ঝরিছে নয়নে আনন্দ-ব্যথা,
নাচিছে হিল্লোল হৃদয়ে, সরসে
বসন্ত-পবন-পরশে যথা ।

৭

কি দেখিছ, অয়ি মুগধ-মানসে,
আঁখির ভিতরে ঢালিয়া প্রাণ ?—

সুত-মুখ-পানে চাহিয়া অবশে
লভিছ হরষ হারায়ে জ্ঞান !

৮

মমতা-জুয়ারে প্লাবিত অন্তরে
অধীর উচ্ছ্বাসে চুমিছ কত,
ললাটে, কপোলে, চিবুকে, অধরে,
চাপিয়া বক্ষেতে প্রাণের সুত !

৯

পুলক-নিশ্চল লোচনে আবার
কি দেখিছ, সতি, শিশুর পানে,
নিরখি সুন্দর বদন উহার
পতিমুখচ্ছবি পড়িল মনে ?

১০

সেই বিস্তারিত নয়ন-যুগল,
সেই সুকুঞ্চিত চিকুর-ভার,
তেমতি উন্নত ললাট উজ্জ্বল,
তেমতি অধর পীযূষ-সার,

১১

তেমতি ভুরুর সুবঙ্কিম টান,
সেই অবয়ব, গঠন প্রথা—
শিশু পিতা হতে লভিয়াছে প্রাণ,
প্রদীপ হইতে প্রদীপ যথা।

১২

তনয়ের পানে চাহিয়া, যুবতি,
দেখিছ স্বপনে পতির মুখ,
জাগায়ে মানসে সুখ-পূর্ব্বস্মৃতি,
মৃদুল স্পন্দনে কাঁপায়ে বুক ?

১৩

স্মরিছ আবেশে সে দিনের কথা,
যবে শুধাইলে আদরে ধরি
পতি-কণ্ঠ ভুজে, অংসোপরি মাথা
রাখিয়া, নয়নে অমিয় ঝরি,—

১৪

"বল দেখি, নাথ, কি হবে আমার,
তনয় অথবা তনয়া, শুনি,"

"তনয়া, প্রেয়সি" পতির উত্তর,—
"তনয়, নিশ্চয়, বলিনু শুনি !"

১৫

হয়েছিল পণ সুস্থির সে দিন,
গণনায় শেষে হারিবে যেই,
বিজয়ীর পাশে স্বীকারিবে ঋণ,
যাহা যত ইচ্ছা চাহিবে সেই।

১৬

পুত্র কোলে করি তাই, গরবিনি,
ভাবিতেছ বুঝি গভীর মনে,
পতি পরাজিত, তব কাছে ঋণী,
আদায় করিবে পণ কেমনে।

১৭

দেখনা চাহিয়ে তুলিয়ে বদন,
ওই যে দাঁড়ায়ে পালঙ্কধারে,
দেখিতেছিলে না জাগ্রতে স্বপন
যে আনন এবে তোমা নেহারে !

১৮

চকিতে মিশিল নয়নে নয়ন,
চকিতে টুটিল মোহন হাসি,
চকিতে ফুটিল মধুর বচন,—
"ঊষাদেবী-কোলে কিরণরাশি !"

১৯

"কথাতে কি, নাথ, শোধা যায় পণ,
সেই দিবসের ভুলেছ কথা !"
"কি দিব, প্রেয়সি, কি আছে আপন,
বল না, কেন এ ছলনা-ব্যথা ?

২০

"কি রেখেছ, প্রিয়ে, কি দিব তোমায়,
দিয়াছি পরাণ, দিয়াছি মন,
দিয়াছি দেয় যা ছিল সমুদায়,
দিয়াছি অমুল্য প্রণয়-ধন !"

২১

"কারাগার তবে !" বলিয়া রমণী
পতি বামেতর বান্ধিল করে,

বিত্যুৎ-চমকে নাচিল ধমনী,
চুমিল আদরে অধর-'পরে।

২২

"দেখ, নাথ; দেখ সুন্দর কেমন
খোকাটি আমার কোলেতে শুয়ে,"—
নিশ্বাসে নিশ্বাস মিশায়ে তুজন,
চুমিল উভয়ে শিশুরে নুয়ে।

বিধবা।*

১

রণে হত পতিদেহ গৃহে ফিরি আনিল,—
না ঝরে নয়ন, না সরে বচন,
সে ভাব নিরখি সহচরীগণ,
'রোদন অথবা নিশ্চয় মরণ,'
সবে কাণাকাণি করিল।

২

বীরের যতেক গুণ ধীরে ধীরে গাহিল,—
বলিল,—রমণী-হৃদয়ের সার,
প্রকৃত বান্ধব, অরাতি উদার,—
শরীর নিষ্পন্দ মুখেতে বালার,
বচন না তবু ফুটিল!

৩

সখি এক ধীরি ধীরি নিজ স্থান ত্যজিল;
মৃত-শয্যা-পাশে করিয়া গমন,

---

*After Tennyson's "Home they brought her warrior dead."

চকিতে খুলিল মুখ-আবরণ,
শরীরে বালার না হলো স্পন্দন,
নয়ন না তবু ঝরিল !

৪

নবতি-বর্ষীয়া দাসী বীর-শিশু লইয়া,
বসাল' শিশুরে কোলে বিধবার,—
ছুটিল নয়ন বরষা-আসার,
ফুটিল বচন,—"বাছা রে আমার,
বাঁচিব তোমার লাগিয়া !"

এক খানি ফটো।

১

নবীন যৌবন আননে উছলে,
নবীন যৌবন নয়নে,
নবীন যৌবনে ঢল ঢল তনু
ঢাকা মনোলোভা বসনে,—
কাহার নয়নে ঢালিতে অমিয়,
প্রাণে প্রশমিতে বেদনা,
এ ননীতে গড়া তনু মনোহর
রেখেছ ফটোতে, বল না ?

২

ওই যে অমল মুকুতার দামে
জড়িত বিনান কবরী,
যেন যমুনার তরঙ্গ-মাঝারে
খেলিছে জাহ্নবী-লহরী ;

৩

যামিনী-লাঞ্ছিত চিকন চিকুরে
ওই সরু রেখা সীঁতিতে,

দীপ্ত ছায়াপথ নীল-নভো-মাঝে
যেন কালো অমানিশীথে ;

৪

কুন্তলে বেষ্টিত সুন্দর ললাট
স্ফটিকের আভা বিকাশে,
নব জলধরে ঘেরিয়াছে যেন
সপ্তমীর চাঁদ আকাশে ;

৫

অপাঙ্গের বাণে ভাঙি হৃদি-খান
যেই ভুরু-ধনুঃ খেলিত
এবে সে ছবিতে রহিয়াছে, মরি,
স্থির সুষমায় ললিত ;

৬

তার মাঝে টিপ, ঘন নীল বিন্দু,—
ছবিতে বলিয়া আছে সে,—
নহিলে কেন সে প্রমত্ত অধর
মুছিত চুম্বন-আবেশে।

৭

পূর্ণ-বিস্ফারিত আয়ত লোচনে,
কাল তারা হতে ঝরিছে
কৌমুদী-মধুর মৃদু জ্যোতিঃ-ছটা,
হৃদয়ে আঁধার হরিছে ;
অথবা যেমন নিখর বিজলি
জলধর ত্যজি আসিয়া,
লগন-ভ্রমর কমলের কোলে
সুধীরে পড়িছে খসিয়া ;
প্রকাশি, কেমন সাজে চারুতর
সুষমার কোলে সুষমা,
দেখায়ে মোহিত মানব-নয়নে
কুসুমে দামিনী উপমা ;—
নলিনী-মাধুরি ধরেছে বিজলি,
বিজলির তেজ নলিনী,
তীব্রে, মৃদুতায়, শোভার জগতে,
গলাগলি ভাব এমনি !
ঘন-কাল-পক্ষ্ম ও ছবি-নয়নে
চঞ্চল অপাঙ্গ ছোটে না,

দারুণ বেদনে দহিয়ে পরাণ
আগুনের কণা ওঠে না ;—
প্রেম-মৃগয়ায়, ও গো নিষাদিনি,
অবসাদ বুঝি হয়েছে,
ক্ষিপ্র আঁখিশর তাই, কি গো, থির
চাহনিতে বাঁধা রয়েছে ?

৮

বিস্ফারিত ওই সুঠাম নাসায়
অধর-চুম্বিত নোলকে
হেরিতে বাহার প্রাণ-মন-হরা
চায় আঁখি বিনা পলকে,—
অরুণের-ছটা গোলাপ-পাপড়ি-
মাঝেতে যেমন ঝলে রে,
তরুণ উষার কিরণ পরশে
নীহার, মুকুতা-ছলে রে।

৯

শারদ নিশির পূর্ণ শশধর
বিরাজে যুগল কপোলে,

ত্যজি মৃগচিহ্ন, ধরিয়াছে বুকে
অমল গোলাপ-মুকুলে ! —
উঠেছে যে বিধু (সেকালের কথা)
ক্ষীরোদ-জলধি-মথনে,
সে কি ও কঠিন মৃত উপগ্রহ,
ঋণে যে পেয়েছে কিরণে ?
পুরাণ প্রবাদ যদি সত্য হয়,
সে শশী ত তব কপোলে,—
দুগধ ছানিলে উঠে নবনীত,
তাহা দিয়ে গড়া যে গো এ !
কে সে নীলমণি, যে চুরি করিয়ে,
লুকায়ে যশোদা জননী,
মাখি হাতে, মাখি অধর-যুগলে,
নিরালায় খায় এ ননী ?

১০

চারুকাণে গাঁথা কনকের দুল,
খচিত উজ্জ্বল হীরকে,
গোলাপী ফানসে সোণালী ঝালর
দীপতলে যেন চমকে ;—

ছবিতে নিথর ; লীলাগতি-বশে
মোহি আঁখি সে যে ঢুলিত,
পালঙ্কে ও তনু অনঙ্গ-মোহন
হেলিলে, কপোলে লুটিত !

১১

অবশ লেখনী লিখিতে অধর,—
আঁখি যে গো আর ফেরে না,
সুবঙ্কিম-রেখা রাঙা ঠোঁট দুটী
ছাড়া আর কিছু হেরে না !
হৃদয়ে চুয়ান প্রেমের মদিরা
ঢালিবারে প্রিয়-অধরে,
লাল সা-বাড়ানো চুনির পিয়ালা
খচিত মুকুতা-সুথরে !
একবার পানে আ—রো পিয়াসা,
দুবারে জড়তা বচনে,
তিনবারে,—তনু আর ত বহে না,—
মূরছে, মুদিয়ে নয়নে !

১২

বসন্ত-চাঁদিনী ছড়ায়ে কপোলে
ছড়ায়ে ললাট উপরে

ছড়ায়ে বিকচ-নলিন নয়নে,
অতি মৃদু হাসি অধরে ;—
এ ত হাসি নয়,—হাসির আভাস,
জানা যায় যায়, যায় না,
জোছনা হোতেও তরল আলোক
যথা ভায় ভায়, ভায় না !
এ ত হাসি নয়,—হাসির আভাস,
আধো জাগে যাহা অধরে,
দূর দেশে থাকি প্রেম-লিপি যোগে
প্রাণেশ যখন আদরে !
এ ত হাসি নয়,—হাসির আভাস
আধো ভাতে যাহা নয়নে,
যখন, বিরলে, পুরাণ সোহাগ
জেগে ওঠে সুখ-স্মরণে ।

১৩

এ চারু মূরতি, কুসুম-কোমল,
জোছনা-মধুর-হাসিনী,
যৌবন-উছল রূপের সরসে
প্রেম-শতদল-বাসিনী,—

কাহার লাগিয়ে ফটোতে আঁকিয়ে
রেখেছ বলনা, ললনে,
সুখস্মৃতি কার হৃদয়ে জাগাতে,
বরষিতে সুধা নয়নে,—
কার হাতে দিয়ে, বলেছ করুণে
ঝরিয়ে মমতা-অমিয়,—
"আমার বিরহে দহিলে পরাণ,
বুকে চেপে ইহা ঘুমিও!"

———

সরস বসন্তে ।

("কেন এত ফুল তুলিলি, সজনি")

সরস-বসন্তে হরষে গাঁথিয়ে,
পর, লো যুবতি, মালতী-মালা,
রাধাসুরে ওই বাঁশরী সাধিয়ে
এসেছে নিকুঞ্জে দেখ না কালা,—
প্রেম-যমুনায় বহিছে উজান,
প্রাণ ভোরে বাঁশি গায় প্রেমগান,
প্রেমের জোছনা,
খেলিছে, দেখনা,
যমুনা-পুলিন করিয়ে আলা !
ওই যে বহিছে মলয়পবন,
শিহরে আবেশে তনু, প্রাণ, মন,
কুসুমে কুসুমে
মত্ত অলি চুমে,
নিবারি অধরে পিয়াসা-জ্বালা !
তোমারো নবীন যৌবনের ফুল,
ফোটে ফোটে, হৃদি করিয়ে আকুল,

অলি শ্যামরায়
পরশিতে চায়,
ঢাল সুধা তায়, হাসিয়ে, বালা।
ফিরায়ো না তায়, কাঁদায়ে, বালা।

আর এক খানি ফটো ।

১

কৌমার-সীমা-'পরে
দাঁড়ায়ে ধীরে,
কপোল করে রাখি,
প্রসারি চারু আঁখি,
ফিতেতে এলো চুলে
বাঁধিয়ে শিরে,
বুজিয়ে ঠোঁট দুটি,
নয়নে আলো ফুটি,
বল না, কি দেখিছ
অলসে চেয়ে,—
কিশোর-মুখ-'পরে
অস্ফুট-ভাব-ভরে
ঈষৎ গভীরতা
পড়েছে ছেয়ে ;
তরুণ ও বয়ানে
এখনো কোন খানে
ভাবনা-জাত রেখা
পড়েনি, বালা,

তবুও মনে হয়
যেন গো ও হৃদয়
কি যেন ভাবাবেশে
আপনা-ভোলা ;
তাহারি ছায়া যেন
ছড়ায়ে মুখে হেন,
এ চারু নিথরতা
মেখেছে তায়,
নবীন-ভাব-মেলা
কেমনে করে খেলা,
দেখিতে যেন আঁখি
ভিতরে চায় !
বাহির জড়-শোভা,
বালিকা-মনোলোভা,
ভুলিয়ে এবে, কি গো,
কিশোরী নারী,
হৃদয়ে লালসার
কুঁড়িতে কি বাহার,
দেখিছ আনমনে
সুষমা তারি ?

২

আধেক ঘুমঘোর
পরাণ ব্যাপি,—
নয়নে আধো আলো
ফোটেনি করি ভালো,
শরীর আধো ঢলে
মধুরে কাঁপি,—
ত্রিদিব কি আঙুলে
পরশি হৃদি-মূলে,
ঘুমানো বীণা-তারে
জাগায় গান,
অস্ফুট কলনাদে
শুনিয়ে, অবসাদে
ঈষৎ চমকিয়ে
শিহরে প্রাণ!
করিয়ে প্রেম-আশা,
কহিতে প্রেম-ভাষা,
মলয় যবে ছাড়ি
অলস বায়

মধুতে ফুটি-ফুটি
মালতী-পাশে জুটি,
ছুঁয়ে না ছুঁয়ে যথা
কাঁপায়ে যায় !
এ নব ভাবগুলি,
যদি গো, লয়ে তুলি,
ফলাতে চারু রঙে
বাসনা রাখি,
বল, কি সুষমার
বরণ করি ধার,
সাজায়ে মনোমত
যতনে মাখি?—
তরুণ ঊষাবালা
রূপেতে করি আলা,
নয়ন আধো মেলি,
যখন চায়,
চরণে ফুল লুটে
বরণ নভে ফুটে,—
এ ভাবগুলি গড়া
তাহারি ভায় !

৩

নয়ন আধো-ফোটা,
নলিন-কলি,
আলোআঁধারে ছেয়ে,
অলসাবেশে চেয়ে,
বল না কি দেখিছ
আপনা ভুলি ?—
সুমুখে, আঁখি-কাছে,
কি চারু শোভা আছে,
অথবা মনোমাঝে
ফুটেছে ফুল ?
দেখিছ যে সুষমা,—
ত্রিদিবে অনুপমা,—
বাহিরে তা,—না, ঘিরি
হৃদয়-মূল ?
অথবা হৃদি-কোলে
যে কলি ফোটে বোলে,
তাহারি প্রতিছায়া
বাহিরে আসি,

প্রকৃতি-জড়-কায়
ঘিরেছে সুষমায়,
মধুর ঢালি তায়
নিজের হাসি ?
তারি কি ঊষা-মাখা
শোভায় দেছে ঢাকা
সাধের ধরাখানি,
গোলাপে যেন ?
সুরভি তারি শ্বাসে
মাখিয়ে ফুল-বাসে,
অনিল নভঃপথে
চলিছে হেন ?
শশীর সু-আননে,
নিশির তারাগণে,
এ নব মধু জ্যোতিঃ
তাহারি ভাসে ?
বিমল বেলা-থরে,
কমল-কলি-'পরে,
এ নব বিহ্বলতা
তাহারি হাসে ?

৪

স্বপন-ঘোর কেন
নয়ন-কোলে ?

পরাণে নব আশ
হতেছে পরকাশ,
কাঁপায়ে মূল তার
মধুর দোলে !

সোনালি কুয়াশায়
হৃদয় সমুদায়
ঘিরেছে, চারিধারে
বরণ ফুটি,

অফুট পরীনারী
গোলাপি ডানা পরি
চকিতে তার মাঝে
বেড়ায় ছুটি !

শ্বাসটি না ফেলিতে,
মিলায় সোনালিতে,
আবার ফিরে আসে
নূতন সাজে,

চকিতে মিশে যায়,
ঝলকি শশী-ভায়,
পলক না পড়িতে,
কুয়াশা-মাঝে !
কুহক-খেলা-মত,
মূরতি আনে কত,—
কখন গড়ে যেন
কুসুম-ইষু ;
ভ্রমর-গুণ দিয়ে,
চূতের ধনু নিয়ে,
কখন খেলে যেন
মদন-শিশু ;
রচিছে বা কখন
রুচির উপবন,
খচিত ফুল-দলে,
মুখর অলি,
যমুনা, প্রেম-প্রায়,
মাঝেতে বহে যায়,
চাঁদের চুমে ঢেউ
পড়িছে ঢলি !

কেন সই।

কেন, সই, এমন হলে,
প্রাণের মাঝে কিসের ব্যথা,
(ওই) চাঁদের পানে চেয়ে থাক,
ডাকলে পরে কওনা কথা ;
যখন সখি ঘুমিয়ে থাক,
(খেলে) অধর পরে হাসির রেখা
(আর) গালের দুটী পদ্ম কুঁড়ি
রাঙিয়ে ওঠে গোলাপ যথা ;
কি নাই তোমার জাগরণে,
স্বপনে পাও রতন কিবা,—
বল্ না, সই, মুখটি ফুটে,
এনে দেব তার বারতা।

———

সুমন্ত্রণা।

গুঞ্জরিছে অলি মঞ্জরীর কাণে,—
“ফোট্ না, অফুট বকুল-নারী,
জুড়া সুধা দিয়ে এ বিধুর প্রাণে,
আর না বেদন সহিতে পারি ;
মলয়-অনিল ওই বহে যায়,
কুহরে কোকিল চূতের শাখায়,
প্রকৃতি, লো, আজি
ফুলদলে সাজি
গেঁথেছে মাথায় যূথিকা-সারি !”
সুরভি বিষাদে নিশ্বসিল কলি,—
“এ সারা জীবনে ফুটিব না, অলি,
যৌবন অফুট
রাখিব অটুট,
ফুটিলে পাপ্‌ড়ি ঝরিবে তারি !”
বলে অলি,—“দাও, নাহি দাও মোরে,
শুকাইবে মধু, দল যাবে ঝরে,
কি ফল জীবনে,
বিফল যৌবনে ?—
কেবল কলিকা-জনম সার-ই !”

———

প্রতিধ্বনি।

১

কেমন সুন্দর, কেমন মধুর
সংগীতের প্রতিধ্বনি!
বেণু-বীণা-সুরে জাগিয়া যখন,
নিশীথ সমীরে করি বিচরণ,
লহরী তুলিয়া ভাষায়ে অবনী,
পুরিয়া ঝঙ্কারে সরিত, কানন,
যায় চলি বহুদূর!—

২

অধিক সুন্দর, অধিক মধুর,
প্রণয়ের প্রতিধ্বনি;
সুখের যৌবনে প্রিয়জন পাশে,
নিশ্বাসে প্রেমিক হৃদয়-উচ্ছ্বাসে,—
শুনিয়া তাহায় যবে প্রণয়িণী
মধুর প্রতি-নিশ্বাসে!

কি ছার ইহার কাছে বেণু-বীণা-সুর !—
তারকা-খচিত জ্যোছনা-রজত
নীরব নিশীথে হয়ে প্রতিহত
ভাসায়ে যখন হৃদয়, ধরণী,
যায় চলি বহুদূর।

———

দগ্ধ-হৃদয়।

উহু, একি গো দহন: জ্বলে প্রাণ মন,
হৃদয়ে কি গুরু যাতনা,
একি, গরল ভখিনু অমিয়া-পিয়াসে,
আগুনে মাখিনু বাসনা!
ওই, হৃদয়ের স্তরে বহ্নি বিহরে,
জড়ায়ে সকল ধমনী,
যেন বৃশ্চিক-দংশন হয় প্রতিক্ষণ,—
প্রাণে বিষ-জ্বালা এমনি!
ওগো, মানুষের প্রাণে সহিবে কত বা,
কত বল তাহে আছে রে,
যদি পলাইতে চায়, তার স্মৃতি, হায়,
হাসি ফিরে পাছে পাছে রে!
লোকে বলে ভালবাসা পরাণের আশা,
কত গুরু ব্যথা জানে না,
সে যে হৃদি-পদ্ম-বনে মদমত্তকরী,
সরমের বাধা মানে না।
যদি মরিবারে চাই তার মুখ স্মরি,
মরণ ত নাহি আসে গো,

সে যে হেসে তারি প্রায়, উপেক্ষিয়া যায়,
ভাল মোরে নাহি বাসে গো।
কেন চাঁপার আঙুলে পরশিলি করে,
কহিলি বীণার ভাষা,
যদি জেনেছিলি মনে, কঠিন পরাণে,
নাহি দিবি ভালবাসা?
বল্, কেনরে পশিলি স্মৃতির আগারে,
জ্বালিয়ে রূপের বাতি,
মোর হৃদি-যতু-গৃহে লাগালি আগুণ,
আলোকিতে তার রাতি?
হায়, বিবেক-বিদুর পড়ে বহুদূর,
না দিল বারতা মোরে,
দেখি, এবে সে আগুণ জ্বলিয়া দ্বিগুণ
বেড়ি চারি ধার ঘোরে।
তায় সকল কামনা, সকল বাসনা,
মরণ যাতনে কাঁদে,
তবু নিবু নিবু প্রাণে দেখিছে স্বপনে
তোরি মূরতি-ছাঁদে।
ওরে, ওই দেখ চেয়ে, ব্যোমপথ ছেয়ে,
বিহরিছে ঘোর জ্বালা,

ঢালি নীল গগনে শোণিত-বরণ
হতাশের ধূমে কালা।
আর দেখ চেয়ে নীচে, যেথা ছিল মোর
হৃদয়-নিলয়-খানি,
সেথা দাহ-অবশেষ জ্বলন্ত অঙ্গার,
ভস্ম-অবশেষ প্রাণী!
একি!—গগন-বিহারী ধূম্র অনলে
তোরি মূরতি আঁকা,
নীচে, মৃত বাসনার ছাইএর মাঝার
তোরি মূরতি ঢাকা!

———

মহানদী।

মহানদী-সন্নিকটে গ্রাম কুলসাই।
বসিয়া তাহার কোন হর্ম্ম্য-বাতায়নে,—
সম্মুখে সুশ্রেণীবদ্ধ সুপারির সারি,—
দেখিলাম, উত্তরেতে বিস্তৃত প্রান্তর
মিশিয়াছে নীলাকাশে দূর চক্রবালে।
গগন-নীলিমা জিনি গাঢ়তর নীল
জলদাভ গিরিশ্রেণী, তরঙ্গিত-শির,
বেষ্টিয়া সে মালভূমি দৃষ্টি অবরোধি ;—
ধরণীর শীর্ষে ইন্দ্র-নীলের মুকুট।
ভূধর-নিবদ্ধ এই বিস্তারের মাঝে
নানা জাতি বৃক্ষ, চারু-বিষমে ছড়ানো।
কোথাও বা ছত্রাকার নারিকেল-তরু ;
কিম্বা জটাজূটধারী প্রাংশু তাল গাছ,
ধ্যানমগ্ন, শীর্ণ-তনু, দীর্ঘ-কলেবর,
যেন যোগী পঞ্চতপে রয়েছে দাঁড়ায়ে,
সু-উচ্চ চিন্তায় ভেদি উচ্চ নভস্তল।
পত্র-সুবহুল কোথা ছোট ছোট গাছ
রচিয়াছে কুঞ্জ,—বুঝি বন-নারী তরে।

সুবিশাল বটবৃক্ষ, হরিত গৌরবে,
গ্রাসিয়ে প্রভাত-ভানু বিস্তীর্ণ ছায়ায়,
অটল দাপটে রাজে,—বিরাট দানব,
দশ দশানন তুল্য ; শত দীর্ঘ করে
উৎপাটিতে চায় যেন কঠিন ধরণী,
আর শত ঊর্দ্ধ করে তর্জ্জিছে আকাশ।
পত্র-বিরহিত কোথা তরুর কঙ্কাল,
বিশুষ্ক, বিদগ্ধ-প্রায়, কঠোর-আকৃতি,
জীর্ণ শীর্ণ বাঁকা ভুজ গগনের দিকে,
স্পর্শি পরস্পরে বাঁকা শীর্ণ করাঙ্গুলি
রহিয়াছে নির্দ্দেশিয়া ধরণীর পানে ;—
কাল-সহচরী কোন স্থবিরা ডাকিনী,
নিরাশা সঞ্চারি হৃদে, বলিতেছে যেন,
ভয়ঙ্কর স্তব্ধতার আকার-ইঙ্গিতে,—
" ঊর্দ্ধে উঠিবারে চাস্, গর্ব্বিত মানব !—
দেখ চেয়ে, শেষ তোর পৃথিবীর মাটি !"
সুদূর ভূধরে মিশি চক্রবাল-সীমে,
ঢালিয়া নীলিমা 'পরে হরিতের আভা,
রাজিতেছে একাকারে তরুবর-রাজি,
অনুমান-অনুমেয়, দূরতা-কারণে ;

ইন্দ্র-নীল-বিনির্ম্মিত সে কিরীট তলে
মরকত-বিরচিত চারু পত্রলেখা।
সবার উপরে ঢাকা তরল কুজ্‌ঝটি,—
কঠোর সত্যের 'পরে মোহ-আবরণ।
অদূরেতে মহানদী, বিশাল-প্রসার।
পড়িয়া রয়েছে তনু অসরল স্তরে,
একাধিক কাছাকাছি তীক্ষ্নতর বাঁকে ;
প্রকাণ্ড কুণ্ডলীকৃত হরিদ্রাভ যেন
শ্বেত অজগর সুপ্ত গভীর নিদ্রায়।
শূন্য গর্ভ পূর্ণ এবে বালুকা-রাশিতে।
নিষ্প্রভ রবির করে বালু-ঝিকিমিকি
ধাঁধে না আঁধারি আঁখি এবে তা দেখিলে।
দেখিনু চাহিয়া মাঝে। এই কি সে নদী,
গৌরব দিয়াছে যারে 'মহানদী' নাম ?
ক্রোশ-ব্যবহিত উচ্চতটযুগমাঝে
কোথা দৃপ্ত বরুণের ক্রীড়া-বিলসন ?
ধূ ধূ করিতেছে, শুষ্ক মরুভূমি প্রায়,
বারির আবাসভূমি,—কোন্ ব্রহ্মশাপে ?
বাল-স্তূপ-শ্রেণী তায়, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ,
ধরিত্রীর কলেবর তরঙ্গিত যেন,

শীর্ণ বক্ষে পঞ্জর বা যেমন প্রকাশে ;
ক্ষুদ্র এক গর্ত্তে কোথা কলঙ্কিত জল,
মৃত্যুর কুঞ্চন যেন তরঙ্গে তাহার ;
কোথাও বা অর্দ্ধ-সিক্ত মৃৎ-পিণ্ড-রাশি ;
অঙ্গুষ্ঠেতে পরিমেয় জীর্ণ জলধারা
বহিতেছে কোনখানে, প্রায় অলক্ষিতে,
ছিন্ন ভিন্ন নাড়ী যথা মুমূর্ষু-শিরায় ;—
মনে হয়, বুঝি কোন দুর্দ্দান্ত দানব,
পঞ্চত্ব লভিয়ে ঘোর বাসব-আহবে,
পশিয়াছে প্রেতলোকে, ফেলে গিয়ে হেথা
প্রকাণ্ড পঞ্জর, ভীম বিরাট গঠন।
জীর্ণ অস্থি তার, শ্বেত-হরিদ্রা বরণ,
দেখিতেছে অন্ধভাবে সুনীল আকাশে।
কোন খানে অস্থি হতে খসেনি এখনো
অর্দ্ধ-শুষ্ক মাংস-পিণ্ড, বীভৎস-দর্শন,—
ছাড়িতে চাহে না তারে, এতাবৎ কাল
যার সঙ্গে করেছিল একত্রেতে বাস ;
কোনখানে ঝরিতেছে কালিমা-ধারায়
শোণিতের অপভ্রংশ, ব্যতিক্রম লভি।
মরণের ছায়া যেন রয়েছে এখনো,

অলক্ষিতে, নভোমাঝে, সে শবের 'পরে,—
অতৃপ্ত রাক্ষস-ক্ষুধা, আছে যতক্ষণ
বিন্দুমাত্র রক্ত, কিম্বা পিশিত-কবল।
শকুনি, গৃধিনী, কাক, তীব্র ঝিল্লি-নাদে,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়ে প্রকাণ্ড মণ্ডলে,
বাসনা, আস্বাদ করে শোণিত, আমিষ,
কিন্তু এসে ফিরে যায় আতঙ্কে, তরাসে,
তীব্রতর ঝিল্লিরবে সে শব হইতে।
অবসন্ন হয় চিত্ত সে চিত্র দেখিলে,—
করুণা উপজে হৃদে ত্রাস-বিজড়িত।
এই কি সে মহানদী,—বিশাল কঙ্কাল ?

হের চিত্র অন্যরূপ শ্রাবণ-আঁধারে।
ক্রোশ-ব্যবহিত উচ্চ তটযুগ প্লাবি,
একাকার বারি-রাশি, যোজন জুড়িয়া,
উদ্দাম ঊর্ম্মিতে নাচি, খরতর স্রোতে,
চলিয়াছে আস্ফালিয়া, বেলা অবহেলি।
বরষা-আবিল বর্ণ, হরিদ্রা-পাংশুল ;
স্বরগের প্রতিবিম্ব তায় মুছে ফেলি,
ছুটিয়াছে মত্ত ক্রোধে, নির্ম্মম হৃদয়ে,
উৎক্ষেপি ওষ্ঠের প্রান্তে অর্দ্ধ-শুভ্র ফেনা।

এ ত নহে কালিন্দীর সুমন্দ কল্লোল,
বিরহ গাহিত যাহে শ্যামের বাঁশরী,—
আলোড়ি জীমূত-গর্জ্জে ঘন বায়ুস্তর,
পশে কর্ণে প্রকৃতির আর্ত্তনাদ-প্রায়।
সান্ধ্য কালিমায় মাখি দিবসের মুখ,
ঢালি গাঢ়তর মসী নিশির শরীরে,
নাচিছে উলঙ্গ মৃত্যু ক্ষিপ্ত বক্ষদেশে;
যোজন জুড়িয়া তার পড়িয়াছে ছায়া;
যোজন জুড়িয়া এক তরল শ্মশান;—
প্রতিহিংসা-রোষে যেন জানাইতে চায়
চরাচরে, জীবগণে, সে বিষের স্বাদ,
যাহে ছিল এতদিন আপনি মূর্চ্ছিত।
কি কুহক-বলে কিম্বা নিয়তি-আজ্ঞায়,
এ ক্ষিপ্ত জীবন পশি শবের কঙ্কালে,
দিতেছে মরণ ঢালি স্পর্শিছে যাহাকে,
শিশু, বৃদ্ধ, বনিতায় না করি বিচার,
না করি বিচার কিম্বা জীবজন্তুগণে,
মুছি প্রকৃতির মুখে হরিত সুষমা?
ভাবিলাম মনে বুঝি,—এই সেই নদী,
আতঙ্ক দিয়াছে যারে মহানদী নাম।

ব্যবহার হেরি তার, ভাবিলাম মনে,
এ ধরায় এমনি বা ইন্দ্রিয়-সংযম।
কঠোর তপস্যা কিম্বা তন্ত্রের সহায়ে,
অনিদ্রায়, অনশনে, ইচ্ছাশক্তি-বলে,
দলি তনু, করি তায় অস্থি-পরিণত,
শুকায়ে প্রবল-বেগ শোণিত-প্রবাহ
নির্ম্মমে বাসনাচয় করি নিষ্পেষিত,
ভাবি সাধিলাম বুঝি রিপুর সংহার।
বৃথা আশা!—কোন এক মুহূর্ত্তে মঘার,
কিম্বা ঘোরবিঘ্ন-প্রসূ শনির দৃষ্টিতে,
পণ্ড চিরজীবনের যত পরিশ্রম।
জানি না কেমনে,—কিন্তু, হেরি মুহূর্ত্তেকে,
ভাঙ্গিল সংযম-বেলা দুরন্ত আঘাতে;
টুটে, তৃণবৎ, লৌহ-ইচ্ছার শৃঙ্খল;
লভিয়া মরণ হতে বিকৃত জনম,
মাতিল বাসনা-প্রেত শ্মশান-হুঙ্কারে;
ছুটিল দিগন্ত মথি চরিতার্থ করি
সংরুদ্ধ বিকৃত ক্ষুধা বীভৎস প্রকারে,
দলি লজ্জা, দলি ক্ষোভ, দলি নিন্দা, ঘৃণা,
না ডরি অবশ্যম্ভাবী নিকট মরণে;—

নরকের উত্তেজনা শুধু মত্ত হৃদে !
ছড়ায় মরণ, ব্যাধি,—শরীরে, আত্মায় ;
যথা ওই মহানদী শ্রাবণ-আঁধারে !

জাগরণ।

তাহারি লাগিয়া জাগিয়া জাগিয়া
নিশিতে আপনা পাশরি,
মধুকথা তার স্মৃতির মাঝার
পশে যেন দূর-বাঁশরী!
জ্যোৎস্নানিন্দিত তার রূপভাতি
উজলে আলোকে হৃদয়ের রাতি,
অযুত কামনা
কুমুদ-বরণা
তরল রজতে ঝলসে!
নলিনী-কোমল তার মুখখানি
ভাসাই মানস-সরসেতে আনি,—
লহরী-লীলায়
প্রাণ ভেঙে যায়
অসহ সুখের অলসে!
পরিমল-মাখা অধরে সুহাসি
কোমল নিক্কণে বাজে হৃদে আসি,
বড় যে তাহায়
ভালবাসি, হায়,
মাণিক কি তায় পড়ে গো?

মধুর বেদনে আঁখি ছল ছল,
দেখেছি যে তার নয়নের জল,
চুমেছি যতনে
সে অমূল্য ধনে,—
মুকুতা কি তায় গড়ে গো ?
বসন্ত-পবনে সৌরভের মত,
তার মৃদু-শ্বাসে পিয়াসা সে কত,
দুলায়ে আদরে
হৃদি-ফুল-থরে,
পশিত মরম-নিভৃতে।
পরশ তাহার বিজলি-সমান
পশিলে স্মরণে, মুরছে পরাণ,
মরণের সুখে,
চাহি পুনঃ বুকে
সে ফুল-অশনি ধরিতে !
তাহারি ত লাগি সারানিশি জাগি
গগনে তারকা গুণি রে
তারি সুধা কথা, তারি মধু ব্যথা,
তারি মৃদু-শ্বাস শুনিরে !

অভিসার।

১

জাগিনু নিশীথে ঘুমঘোর-মাঝে
দেখিয়া তোমারে স্বপনে,
বায়ু বহে মৃদু, তারকা-নিচয়
ফুটিয়া রয়েছে গগনে ;
উঠিনু ত্বরায় শয়ন তেয়াগি ;
চলিল না জানি কেমনে
চরণ আমার, —কি প্রভাব-বশে,—
তব বাতায়ন-সদনে।

২

আঁধারে মিলায় চঞ্চল পবন
নিসাড়া-সরিত-সলিলে,
চাঁপার সুবাস, সুখস্বপ্নপ্রায়,
মিলায় মৃদুল অনিলে,
কোকিলের কুহু মিলাইয়া যায়
পশি অন্তরের অন্তরে,
যথা মিলাইব আমি, প্রিয়তমে,
তোমার হৃদয় ভিতরে!

৩

দেখ প্রিয়সখি, প্রেম-যাতনায়
কি দশা হয়েছে আমার,
শুকায়েছে মুখ, তেজোহীন আঁখি,
মলিন হয়েছে অধর ;
চুম্বন বরষি এ শুষ্ক কুসুমে
বাঁচাও করিয়া করুণা,
হৃদয় উপরে হৃদয় রাখিয়া
ঘুচাও হৃদয়-বেদনা !

নিদ্রোত্থিতা।

১

অরুণে রঞ্জিত লোচন-নলিনী ;
কুঞ্চিত রেখা ভ্রূযুগ-মাঝে ;
কটাক্ষে তির্য্যক্ জ্যোতির আভা,
ঊষায় চুম্বিত সরসী-লহরী।

২

অলক-নিপীড়িত রক্তিম গণ্ডে
কুন্দের চিহ্ন অঙ্কিত চারু,
আলুল কুন্তলে ললাট ঢাকা,
চন্দ্রের কান্তি মেঘের আড়ে।

৩

বিমুক্ত কবরী, বিমুক্ত বেণী,
বিমুক্ত বিবর্ণ ফুলের মালা,
দক্ষিণ ভাগে ঈষৎ হেলি,
লম্বিত পৃষ্ঠে সর্পিণী যেন।

৪

তাম্বূল-রঞ্জিত ওষ্ঠের মাঝে
রজত-সুকান্তি দশনের শোভা,
সদ্য-সমাপিত কিবা সুখ-স্বপ্নে
হাসির আভাস এখনো তাহে।

৫

পীন অনাবৃত হৃদি-থর-যুগ্মে
মৃণাল-উপমা সুবাহু ন্যস্ত,
বিষম-বিসর্পি কণ্ঠের হার
বঙ্কিম ভঙ্গিতে বিজড়িত মাঝে।

৬

মধুরে কুঞ্চিত, মধুরে ভ্রষ্ট
কৃষ্ণ-সসীম সুশ্বেত বাসে
সুবর্ণ কান্তি ঢাকা না ঢাকা,
ঊষায় আবরি স্বচ্ছ কুহেলি।

মেঘদূত।

১

পুণ্য-স্মৃতি বিক্রমের গৌরব-মুকুটে
পদ্মরাগমণি তুমি, হে অমর কবি,
বাসন্তী উষার চারু জ্যোতিঃ তায় ফুটে,—
কল্পনা-ত্রিদিবে জাগে সুষমার ছবি!

২

স্ফটিক-অলকা-কোলে মণি-গৃহ-মাঝে,
ওই যে বিদগ্ধ-প্রাণা যক্ষের রমণী,
ঢেকেছে লাবণ্য-রাশি বিরহের সাজে,
নিদাঘে কুসুম-প্রায় মলিন-বরণী;
পতি তার ওই দূর-ভূধর-আবাসে,
প্রভু-শাপে বহে হৃদে গুরু-ভার ব্যথা,
কাতরে যাতনা বলি জলধর-পাশে,
যাচে তায় বনিতায় লইতে বারতা;
দুদিকে প্রেমের ছবি, আকুলি বিকুলি,—
পুরুষের বেদনায় প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাস,
রমণী নীরবে ধরে বুকে ব্যথা-গুলি,—
বিবর্ণ অধর চারু, মরম-নিশ্বাস!

অন্তরিত তনু দুটি ; কিন্তু দুটি মন,
অতিক্রমি বাধা, বিঘ্ন, গিরি, বন, নদী,
লভিয়াছে আঁখিনীরে সুদূরে মিলন,
স্বপ্ন-আলিঙ্গনে বাঁধা আছে নিরবধি !
প্রাবৃটে প্রকৃতি সহে বিরহ-বেদনা,
কিবা কথা মর-ধামে যাহাদের বাস,—
হৃদি-ভাঙ্গা ব্যথা-রূপে তড়িৎ, দেখনা,
ভরেছে ধরণী-প্রাণ, ভরেছে আকাশ ;
অসহ্য বাসনা যবে মিলনের তরে,
উদ্বেল উচ্ছ্বাসে যেন ভাঙে ভাঙে বুক,
দূরতার অন্তরায় অতিক্রম করে,
বিদ্যুৎ-চমকে চুমে এ উহার মুখ !
বিরহের চিরনব এ পুরাণ কথা
গাহিলে, হে কবিবর, পিকবর-প্রায়,
ঢালে সে ঝঙ্কারে যথা পরাণের ব্যথা,
ঢালিলে বিষাদ-গান মধুর ভাষায়।

৩

বিরহ কি শুধু ব্যথা,—কেবলি বেদন ?—
না, না, কবি, তুমিই ত দিয়াছ বলিয়া,

শ্রান্ত মদনের সে যে আবেশ-স্বপন,—
জাগে রতি-পতি বল দ্বিগুণ লভিয়া;
সে নহে ত তাপ, সে যে রবির কিরণ,
সে নহে ত অশ্রু, সে যে বরষার ধারা,
উষ্ণশ্বাস নহে, সে যে বসন্ত-পবন,—
বাড়ে তায় গোড়া বাঁধি প্রণয়ের চারা।
বেদনা ত বটে তায়,—কিন্তু কি মধুর !—
অন্ধকারে চামেলির সৌরভ যেমতি,
নিশীথ-সমীরে কিম্বা বাঁশরীর সুর,
পরাণ আকুল করে,—বিরহে তেমতি !

৪

কাঁদিছ কি যক্ষ-বালা,—কেঁদনা, কেঁদনা,
ভাল কি বাস না তুমি বিচ্ছেদ-বেদনা ?

———

নগ্ন প্রকৃতি।

১

ওই যে তরুণ ঊষা সহাস-নয়ানী,—
ললাটে কিরণ-মালা,
চরণে সরোজ-ডালা,
কনক-কুন্তলে ঢালা
গোলাপের তনুখানি,—
কি বসনে সে আবরে
বিকচ সে শোভা-থরে ?
পবিত্রতা হৃদে ধরে,
ডরে না সে কাণাকাণি !

২

ওই যে শরত-শশী হরষে বিহ্বল,—
ফেলি দিছে নীলবাস,
সুমুখেতে পরকাশ,
ঢালিছে আকুল হাস,
প্লাবি ধরা নভস্তল,
বসনে ত চাঁদমুখে,
রজত-রচিত বুকে,

ঢাকে না সে লাজ-দুঃখে,—
হৃদি তার সুবিমল !

৩

শোভাঘন প্রকৃতির রূপ রাশি রাশি,—
পরে গলে ফুল-হার,
ধরে বুকে গিরিভার,
চারু মুখে সুষমার
অশেষ-নবীন হাসি,—
সে ত কই ঢাকা দিয়ে,
রাখে না আপন হিয়ে,
আছে লাজ ভুলে গিয়ে,
গরবে গৌরবে ভাসি !

৪

সরসী-আরশি-পাশে তিলোত্তমা আসি,
দেখে নিজ তনু তায়,
ঢাকা খালি সুষমায়,
নিজরূপে শিহরায়,
আপনারে ভালবাসি,

যৌবনেতে কোথা তার
সুবিষম লাজ-ভার ?
সে জানে না সভ্যতার
আবরণ-বস্ত্র-রাশি !

৫

বলিয়া দিব সে কোন দেব বস্ত্রকারে,—
"রেশমের কুয়াশায়
ঢাকা দিও ঊষাগায়,
আর ঢেকো চন্দ্রমায়
মক্‌মলের মেঘভারে,
উলঙ্গ-প্রকৃতি-রূপ,
ঢেকো ঢালি নিশিস্তূপ,
ঢেকো বস্ত্রে অপরূপ
তিলোত্তমা-নগ্নতারে !"

দেবতা।

১

খুলিয়া ভকতি-দ্বার, হৃদয়-মন্দিরে
কি দেবতা অনিবার পূত বাসনায়,
পবিত্র সংযত চিত্তে, পবিত্র শরীরে,
রমণীরা গুরুমুখে, বল, দীক্ষা চায়?
কমল-নিন্দিত কার অমল চরণ,
ভাসাতে বাসনা এত মানস-সরসে,
তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্রে লভি কার দরশন,
ভাবে চিত্ত ডুবে নিত্য-প্রগাঢ় হরষে?
কোন্ অমরায় সেই দেবের নিবাস,
যার তরে পাতে চারু সিংহাসন,
কি মহিমা তাঁর, তিনি পূরাণ কি আশ,
কি স্বরগ-ভাবে প্রাণ করেন মগন?

২

আমি যে গো জ্ঞানহীনা নারী, ক্ষুদ্র অতি,
কল্পনার পক্ষে মোর নাহি এত বল,
যাহে মহাশূন্যে উঠি, ছাড়ি বসুমতী,
পশি সুর-সভা-তলে যথা দেবদল!

সহজে দুর্ব্বল মোর পার্থিব নয়ন,—
লোকে বলে দেবদেহে দামিনী ঝলসে,—
কেমনে তাহার তেজ করি সম্বরণ,
প্রশান্ত ভকতি-নেত্রে দেখিব বল সে ?
কনক-মূরতি গড়ি, কনক-আসনে
না বসাই, তাহে মন বুঝে না আমার,
সুবর্ণ বা মৃৎ-পিণ্ড বুঝিবে কেমনে
ক্রন্দন-উচ্ছ্বাস হৃদে ভকতি-ব্যথার ?
গঙ্গাজল, বিল্বদল, জবা, নাগেশ্বরে,
মিটেনা মুগধ মোর পূজন-বাসনা,
তারা কি পবিত্র এত, এত শোভা ধরে,
প্রাণের ভকতি মত,—অলীক কল্পনা !

৩

কেহ বলে, দেবতার তনু নিরাকার,—
নিরাকারে ধ্যান বল করিব কেমনে ?
আঁধারে প্রেরিয়ে আঁখি দেখি যে আঁধার,
স্তব্ধতা হইতে গীত না ঝরে শ্রবণে !
ফিরে আসে ব্যর্থ হয়ে চিত্তে একাগ্রতা,
সুনিবিড় শূন্য-কোলে মুরছে চেতনা,

স্তব্ধ নিজ রুদ্ধ-বেগে বিফল ব্যগ্রতা,—
প্রাণ ব্যাপিয়া শুধু অশক্তি-বেদনা !

৪

না, না,—ইষ্টদেব মম নহেত এমন,—
দেখি তাঁরে, পূজি তাঁরে, ভাবি তাঁরে মনে,
বিরাজেন সদা তিনি পাতিয়া আসন,
হৃদয়-মন্দিরে প্রেম-স্বর্ণ-সিংহাসনে !
ভকতির মন্দাকিনী চুমি পাদ তার
বহে যায়, সেঁচি প্রাণ অমৃত-লহরে,
আনন্দ-নন্দন-মাঝে বিহ্বল মন্দার
নিন্দি স্বর্গ-পারিজাতে সুগন্ধ বিতরে !
চেতনা ত তাঁরি ধ্যান,—নিদ্রা, স্বপ্ন তাঁর,—
একে রবিকরচ্ছটা, অন্যে শশী-ভাতি,—
উজলে প্রভায় একে দিবস আমার,
ভাসায় সুধায় অন্যে রজতের রাতি !

৫

নহেক দেবতা মোর জড়েতে রচিত,
নহেক তাঁহার তনু অদৃশ্য-আকার,

নহেক সুগন্ধ মাল্য চন্দন-চর্চ্চিত,
তাঁহার অর্চ্চন-তরে ষোড়শোপচার।
জীবন্ত দেবতা মম!—সুন্দর গঠন,
জীবন্ত জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রশান্ত নয়ানে;
জীবন্ত হৃদয় দিয়ে পূজি অনুক্ষণ,
জীবন্ত হৃদয় লভি তার প্রতিদানে!
এ আকার ছাড়ি নাহি চাহি নিরাকারে,
এ প্রতিভা বিনিময়ে, জড়ের গড়ন,
এ পূজা ত্যজি, না চাহি মন্ত্র পড়িবারে,
এ আশীষ বিনা, অন্য প্রার্থনা-পূরণ!

৬

ক্ষম গো, ক্ষম গো, মোরে স্বর্গে দেবগণ,
দীক্ষিতা রমণি, ক্ষম মর্ত্তের মাঝারে,
আমি নারী জ্ঞানহীনা,—জানে শুধু মন,
সখা, পতি, প্রিয়তম, দেব একাধারে।

প্রত্যুত্তর।

১

পোহায়েছে নিশি, গগন মণ্ডল
আঁধারি রয়েছে জলদ রাশি,
রঞ্জিয়া পূরবে গোলাপ বরণে
নাহি প্রকাশিছে ঊষার হাসি,
বরষে অজস্র শ্রাবণের ধারা,
বিষাদে মলিন ধরার মুখ,
কিন্তু সুপ্রভাত আজিকে আমার,
মানস-সরসে উথলে সুখ ;
বাহির জগৎমাত্র দুর্দ্দিন-বিকল,
অন্তর্জ্জগতে ফুটে জ্যোতিঃ নিরমল,
প্রভাবতী, উজলিয়া হৃদয়-কন্দরে,
দিয়াছে যতনে লিপি এতদিন পরে।

২

আমার "স্নেহের" প্রভা, বল, কোন দোষে
বনবাস দিয়াছিলে মোরে মন হ'তে,
কিবা পুণ্যফলে পুনঃ বল অবশেষে
হইনু উদয় আমি তব স্মৃতি-পথে ?

পেয়েছ কি অবকাশ পাঠের অন্তরে,
  গৃহ কাজ যতগুলি হয়েছে কি সায়,
সন্তান-পালন, পতি-আদরের পরে,
  পেয়েছ কি সময় করিতে অপব্যয় ?
করুণা-গঠিত না কি নারীর হৃদয়,
  তবে কেন মোর প্রতি এমন কঠিন,
অথবা তোমার দয়া কুম্ভকর্ণ-প্রায়,
  ছয় মাস নিদ্রা যায় জাগে একদিন ?

তুমি কি দেবতা ?

১

স্তব্ধ নিশীথে, শয্যা-উপরে
স্বপ্নে যুবতী বসিল উঠি,
শ্লথ-বন্ধন মুক্ত কবরী
পৃষ্ঠদেশেতে পড়িল লুটি ;
ভুলিল টানিতে বক্ষে বসন,—
লজ্জা তখন নাহিক প্রাণে,—
স্বপ্ন-খচিত চক্ষু দুটিতে
চাহিল সুপ্ত পতির পানে ।
দ্বাদশীর চাঁদ পশ্চিমাকাশে
হেলাইয়া তনু পড়েছে ঝুঁকি,
আড়ালে থাকিয়া বাতায়ন-পথে
কক্ষ ভিতরে মারিছে উঁকি ;
মন্দ পবন নন্দন ভ্রমি
গন্ধ মাখিয়া দাঁড়াল এসে,
অচপল, তবু নিশ্বাস-ভরে
সৌরভ ঘরে এসেছে ভেসে ;

জ্যোৎস্না-আড়ালে পাতিতেছে আড়ি
কৌতুকভরা তারকা শত,
জড়াজড়ি করি,—নববধু-ঘরে
কিশোরী বালিকাগণের মত !
না দেখিল চাঁদ, না দেখিল তারা
না জানিল মৃদু অনিল-শ্বাস,
নাহি সম্বরে মুক্ত কবরী,
নাহি সম্বরে বুকের বাস,
জাগ্রত চোকে, নিদ্রিত মনে,
বিস্মিত যেন, হেরিছে,—কি এ?—
স্বপনের ছবি, নিদ্রার পারে
এসেছে মানব-শরীর নিয়ে ?
কিন্নরী-বীণা-নিন্দিত সুরে
মানবী-কণ্ঠে ঝরিল কথা,—
"প্রিয় ! তুমি কি দেবতা ?"

২

"প্রিয় ! তুমি কি দেবতা ?"
স্বপ্ন-বেলায় পাবি, এই কথা
সুধা-তরঙ্গে উছলি যায়;—

বৰ্দ্ধিত করি জ্যোৎস্না-প্লাবন,
স্পন্দিত হৃদি বায়ুর তায় !

৩

নিদ্রিত-পতি-চরণ-প্রান্তে
চঞ্চল আঁখি চলিল আগে ;
নগ্ন, সুঠাম, চিত্ত-বসতি
বক্ষেতে পরে ক্ষণেক জাগে ;
সুপ্তি-শান্ত, মুদ্রিত-আঁখি,
শ্লথ-কুঞ্চিত-নিবিড়-কেশ,
প্রতিভাদীপ্ত-পূর্ণ-ললাট
বদনে সুধীরে আসিল শেষ।
চন্দ্রকিরণে মণ্ডিত চারু
সুন্দর সেই মহিমা-ছবি
দীপ্তিছটায় উদ্ভাসে, যথা
স্নিগ্ধ-কিরণ প্রভাত-রবি ;
স্বর্গ-উচিত সূক্ষ্ম সুরভি
নিশ্বাসে যেন আসিছে বাহি,—
চঞ্চল আঁখি সুস্থির এবে,
মুগ্ধ নয়নে রহিল চাহি।

কৌমুদী-মৃদুগৌরব জিনি
নয়নে কোমল আলোক ভায়,
কল্পনা, যাদু বিস্ময় ঢালি,
বাসবের ধনুঃ মেখেছে তায়;
সুপ্ত সাগরে চন্দ্রমা মত,
চুমে প্রিয়-মুখে সে আলো কিবা,—
প্রতিভার সোণা, চাঁদের রজত,
জিনিয়া ত্রিদিব-বিমল-বিভা !
স্বপ্ন-তাড়িত হৃদয়-তন্ত্রী
ঝঙ্কারে মৃদু পুলক-ব্যথা,—
"প্রিয় ! তুমি কি দেবতা ?"

৪

"প্রিয় !—

অজ্ঞানের পঙ্কে থাকি, রবিমুখে পদ্মমত,
চেয়ে থাকি তোমা পানে; অস্ফুট সুরভি কত
হৃদয়ের থরে থরে ঘনীভূত হয়ে রয়,
ইন্দ্রিয়, চেতনা, মন, তাহে পরিমলময়।
চাহিনা জানিতে কিছু, তোমার আলোক প্রাণে
ধরিব, রহিব শুধু তোমারি মূরতি-ধ্যানে।

এই ত শুনিতেছিনু তব মুখে মধুকথা,
সাবিত্রীর দৃঢ় পণ, মৈথিলীর পুণ্য ব্যথা ;—
জানি না কেমনে, কিন্তু সে কাহিনী-পুণ্যস্রোতে
ভাসিয়া এলাম কোথা, একেলা, অজানা পথে।
সে দেশের শোভা যেন পৃথিবীর শোভা নয় ;
শরীরের প্রতি অণু মনে হলো প্রাণময় ;
জড়তা যেখানে ছিল চেতনা সেখানে জাগে ;
রূপের, রিপুর তৃষা পরিণত অনুরাগে।
নবীন শতেক প্রাণে ভরিল আমার বুক,
কাঁদিল শতেক প্রাণ না হেরে তোমার মুখ।
'প্রিয় !' বলে ডাকিবারে চাহিলাম সে বিজনে,
ডাকিতে নারিনু ; তবু ডাকিলাম মনে মনে।
তপঃ-সাধনার পরে আশীর্ব্বাদে পূরি আশা,
কে যেন কহিল হৃদে অজানা মধুর ভাষা ;
শব্দ তার না বুঝিনু, বুঝিনু কি অর্থ ধরে,
চাহিনু, আকুল-আঁখি, মুখ তুলি, শিরোপরে।
দূরতা, যোজন শত, দৃষ্টি নাহি বাধা দিল,
কি যে শক্তি অমানুষী নয়নেতে সঞ্চারিল ;
যা দেখিনু সেথা, প্রিয়, না ভুলিব জন্মে আর ;
আলোক-তরঙ্গে খেলে সুষমার পারাবার ;

অঙ্কুরিত যে কল্পনা মর্ত্ত্য-হৃদি-মাটি-মাঝে,
সে আলোক দিকে চাহি ফুটিল কুসুম-সাজে;
মণ্ডল মাঝারে যেন শরতের যুবা রবি,
বিভাসিল তার মাঝে তব ওই মুখচ্ছবি ;
চাহিনু সে মুখপানে ; পুলকে হারানু জ্ঞান,
ইষ্টদেব দরশনে যথা ভকতের প্রাণ ;
বিপুল পুলকে তবু গভীর বিষাদ-রেখা
পড়িল; কাঁদিনু মনে,--'খালি চোকে চোকে দেখা?'
তৃপ্ত নহে দরশনে,—রমণীর কি পিপাসা !
পরাণে মিশিতে চাহে,—রমণীর কি দুরাশা !
মানস রোদন মম, ধরিয়া কুসুম-কায়,
ছুটিল সে শূন্যপথে, লুটিতে তোমার পায় ;
হেরিনু অনন্ত যেন করুণা তোমার মুখে
শত উৎসে উছলিল; নিরুপম শান্ত চোকে
চাহিলে আমার পানে; সুধাময় জ্যোতিঃ তার
ভেদি সে নিবিড় আলো, (সূচিভেদ্য অন্ধকার
ভেদিয়া বিচরে যথা চামেলির পরিমল),
ধাইল আমার পানে, প্লাবিয়ে বিমান-তল।
তোমার করুণা-জ্যোতিঃ, বেদনা-কুসুম মম,
মিশিয়া আধেক পথে ধরিল কি অনুপম

বালক-মূরতি চারু; চরণ হইতে গ্রীবা
রচিত আমার ফুলে; তোমার অতুল বিভা
রচিল মস্তক তার; আসিল আমার কাছে,
বক্ষেতে ধরিনু তায়, ব্যথা দেহে লাগে পাছে।
পুলকে পূরিল তনু; আঁখি নিমীলিত করি,
চুমিনু তাহার মুখে শতবার প্রাণ ভরি।
মনোভাব সে শিশুটি কহিল আমার কাণে,—
'এস মা আমার সাথে, ঘুচিবে বেদনা প্রাণে!'
নয়ন মেলিয়া দেখি,—ইন্দ্রজাল চমৎকার!—
যে দৃশ্য দেখিতেছিনু তাহা ত নাহিক আর!
নন্দনকাননমাঝে, মন্দাকিনী-উপকূলে,
সুগন্ধকুসুমনম্র মন্দারতরুর মূলে,
কনক শৈকত 'পরে, পল্লব-শয়নে, তুমি
ঘুমায়ে রয়েছ, দেব, আলো করি দেবভূমি।
শশী নীলাকাশ যেন উছলে রজত হাসে,
উছল-হৃদয়ে আমি বসিয়া তোমার পাশে।
অসীম বাসনাভরে চাহিনু চুমিতে মুখে,—
নারিনু মিটাতে সাধ,—সাহস হলোনা বুকে!
'তুমি কি দেবতা?' বলি, চুমিনু চরণ-তল,
পরে শুধু হেরিতেছি তব মুখ নিরমল।'

* * * *

নিদ্রার আবেশ পুনঃ আসিল নয়নে ফিরে,
বিকচ কমল পুনঃ মুদে আসে ধীরে ধীরে,
পতির চরণ ছুঁয়ে সে কর মাথায় নিল,
ঢুলু ঢুলু আঁখি ফিরে প্রিয়-মুখ নেহারিল ;
আধ-ভাঙা কথাগুলি অবশে ঝরিল মৃদু—
(কাঁপিল ঈষৎ বায়ু, চমকিল তারা, বিধু)—
"বল গো, ব্যগ্রতা করি, তুমি কি দেবতা, প্রিয় !
মানবীর এ পিপাসা,—অপরাধ নাহি নিও !"
বলিতে বলিতে, ধীরে ঢালিল অলস দেহ
নিদ্রিত সে বক্ষোপরে,—পরিচিত প্রিয় গেহ;
নিদ্রিত অধরে প্রিয় চুমিল ঘুমের ঘোরে,
মিটিল বুঝি সে তৃষা যাহা ছিল প্রাণ ভোরে।
গভীর নিদ্রার শ্বাস পতির কপোলপাশে
বহিল, যেমন বহে মলয় প্রভাতাকাশে।
অভ্যাসের বশে সেই প্রিয়ভার না জানিল,
অধরে ঈষৎ শুধু হাসিরেখা দেখা দিল।

* * * *

৫

কৃত্তিকা কহে রোহিণীর কাণে,—
"মিথ্যা মোদের দেবতা-ভাণ,
স্বর্গ ছাড়ায়ে উঠেছে, দেখনা,
মর্ত্ত্য একটি কোমল প্রাণ!"
সপ্তবিংশতি তারকার পতি,
অমৃতভাণ্ডার দেখিয়া খুঁজি,
সরম-জলদে ঢাকে চাঁদমুখ,
এর সমতুল না পেয়ে বুঝি!
নগ্ন, মথিত, শতেক কুসুমে
মত্তবিলাসী অলস বায়
দীর্ঘশ্বসিল, ভাবি মনে মনে,—
"এ পূজা জীবনে না পেনু, হায়!"

৬

পূর্ণ পরাণে, তৃপ্ত মানসে,
জাগিল যুবতী পতির উরসে,
প্রভাত বেলা;
শিশু কন্যাটি, ঊষার মতন
(বসুধা আকাশে যেথা আলিঙ্গন)
করিছে খেলা।

অন্ধকার।

১

অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার !
গ্রাসি ধরণী, গ্রাসি গগন,—
তিমির-গহ্বর ব্যাদান যেমন
রক্তবীজ-বধে কালিকার !
ঘোর অন্ধকার !—
অনন্তের মূর্ত্তি, কৃতান্তের ছায়া,
অনাদি পরম কারণের কায়া,
অসীমে সসীমে একাকার !

২

জগৎ চরাচর যে দিন না ছিল,
ব্যোম উপরে মহাব্যোম বিথার,
স্তব্ধ প্রকৃতি সনে অনাদি পুরুষ
বিশ্বসৃজন-তরে করিল বিহার,—
না ছিল শব্দ, স্পর্শও না ছিল,
রূপ নাহিক ছিল অভিন্নতায়,
নিরম্বু শূন্যে রস নাহি সম্ভবে,
অক্ষিতি-মধ্যে গন্ধ কোথায় ?—

কেবল সে ছিল অন্ধকার !—
প্রকৃতির যেন এই বিশ্ব-প্রসব-তরে
দিগন্ত ব্যাপিয়ে গর্ভের প্রায় !

৩

আবার সে হবে অন্ধকার !—
শম্ভু-নিনাদিত প্রলয়-বিষাণে
শব্দ-তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ আকাশ ;
বিচ্যুত-কক্ষ গ্রহগণ খসিয়ে,—
চূর্ণ-বিচূর্ণিত লুপ্ত-বিভাস,—
অনন্ত শূন্যে যে দিন মিশিবে :
লুকাবে যে দিন দেশ ও কাল
ব্রহ্ম-সুষুপ্তির নিশ্বাস-মাঝে ,—
সে দিন ফিরিবে তিমির করাল !

৪

এখন ত নাহি অন্ধকার ;—
ক্ষুদ্র, বৃহৎ বা, সসীম সকলি,
ব্যক্ত নয়নপথে ধরিয়ে আকার,—
অমানিশা কোলে তারকা হাসে,
গভীর ঘনগলে বিদ্যুৎ-হার !—
কোথা অন্ধকার !

৫

এসো অন্ধকার !

বিনাশ সীমা, প্রসার হৃদয়,

নিবার ভিন্নতা, ক্ষুদ্রতা আর,—

অনন্ত অব্যয় আলোক তুমি যে,

অভেদ-কারণে দৃষ্টির পার !

আলোক।

১

সুন্দর আলোক! জীবন-বিধাতা!
অাঁধারের শিশু তুমি,
জনমে তোমার জনমিল প্রাণ,—
সকল মরত-ভূমি।
অসীমের কোলে সসীম যেমন,
নীরবতা-কোলে গান,
বিশালের কোলে সুষমা যেমন,
মরণের কোলে প্রাণ,
হিমাদ্রি-গহ্বরে ওষধি যেমন,
সমুদ্রে লহরী-ভঙ্গ,
অন্ধকার-কোলে তুমিও তেমতি,—
ভীষণে চারুতা-রঙ্গ।

২

স্তব্ধ অাঁধার, অনন্ত, গভীর,
ছিল শুধু যেই দিন,
জননীর গর্ভে শিশুর মতন,
ছিলে তার মাঝে লীন ;—

ছিলে তুমি, ছিল সোদর তোমার
শব্দ নাম যে ধরে,
একই জঠরে যমজের মত
বেড়ি গলে পরস্পরে।
সৃষ্টি-মূল-মন্ত্রে গভীর-স্পন্দিত
যবে প্রকৃতির কায়,
বিশ্ব-বিলোড়ন-মাঝেতে যখন
এক বহু হতে চায়,
জনমি ওঁকারে শব্দ-তরঙ্গ
কোটি বজ্রনাদে ছুটে,
অযুত-বিদ্যুত-স্ফুরণে সহসা
তিমিরে আলোক ফুটে।

৩

বীজ-অণুগণে আছিল যতেক
লয়-নিমীলিত প্রাণ,
প্রয়াস করিল বিকাশ লভিতে
ঝরিয়ে ত্রিদিব তান,
আকার-বিহীন ধরিতে আকার,
গঠন, গঠন-হীন,

অগণন রূপে হইতে প্রকাশ
যা ছিল একেতে লীন ;—
টুটিয়ে অসীম, ফুটিতে সুষমা
সসীমের কলেবরে,
মরণ হইতে লভিতে জনম
পরাণ প্রয়াস করে !
তোমার প্রভাবে ভুবন উদয়,
কি মহিমা, বলিহারি ;—
জীবন প্রদানে, তুমি হে আলোক,
অমৃত-কুণ্ডের বারি ।

কটাক্ষ।

কেন অমন করে চাও ?
পরাণ শিহরিয়া বিদরিয়া দাও ?
আকাশমাঝে একটি তারা
কিরণ-রেখা যেমন হানে,
সুধার শরে চমকিয়া
আঁধার-ঘেরা নিশীথ-প্রাণে ;
স্তব্ধ বায়ুস্তরে যথা
মর্ম্মভেদী কুহুস্বর
তরবারির মত ফুটে,
কাঁপায়ে তায় থর থর ;—
সে রেখা আকাশ-হৃদে,
সে সুর বায়ুর বুকে,
জানি না সে কি যে আনে,
সুখের দুঃখ, কি দুঃখের সুখে ;—
জানি না কটাক্ষে তব
বেদনা কি হরষ আনে,
জুড়ায় কিবা দগ্ধ করে
অসাড় বিমুগ্ধ প্রাণে !

মূর্চ্ছার স্বপন-ঘোরে
কার্য্য অনুমানি তার,—
ইচ্ছা তব, সে চাহনি
দিবে কি না দিবে আর ;—
আঁধার-বুকে আলোক-পাখা
বাণের মত সে যে ফুটে,
টানিয়া নিলে, তাহার পাছে
হৃদয় ফেটে শোনিত উঠে।

ক্রমশঃ।

শুকায় কমলিনী দিবস-শেষে ;
লুকায় শশীকলা রজনী-ভোরে ;
সৃজিল তাই বিধি রমণী মুখ,—
ক্রমশঃ জ্ঞান লভে জগত-জন।

আবার।

আবার চাও, বালা, আমার দিকে
আয়ত আঁখি দিয়ে কমল-প্রায় ;
প্রবাদ-কথা শুনি অনেক দিন,—
বিষের জ্বালা নাশে আপনি বিষ।

আশঙ্কা।

প্রবেশ ঘরে ত্বরা বাহির হতে,
গ্রহণ চাঁদে ওই লেগেছে, প্রিয়ে !
হতেছে ভয় মনে,—ফেলিয়া শশী,
তোমার মুখখানি গ্রাসে বা রাহু।

চকোর।

১

নন্দন-মন্দার মত অনিন্দ্য-সুন্দর,
যুবতী-উরস মত সরস-কোমল,
নবোঢ়ার লাজ মত মৃদুল-মধুর,
শান্তির হৃদয় মত স্নিগ্ধ-সুবিপুল,
কুসুম-উত্থিত যথা পরিমলোচ্ছাস,
বিধুসুধাহৃদি হতে তথা উৎসারিত,
জগৎ-ডুবানো, এই আনন্দ-প্লাবনে,
হে বিহঙ্গ, কি অনন্ত ত্রিদিব তৃষায়
থাক ডুবি নিশি নিশি ;—রূপের সাগরে
আকাঙ্ক্ষায় চিত্ত-হারা প্রেমিক যেমন,
কিম্বা কল্পনার মাঝে কবির প্রয়াস,
কিম্বা নিস্তরঙ্গ জ্ঞান-আলোক-সিন্ধুতে
ধ্যানমগ্ন, রুদ্ধবৃত্তি, যোগীর হৃদয় ?
কি অনন্ত প্রাণ লভ এ অমৃত পানে ?
কি স্বরগ-শক্তি পশে নয়নে তোমার ?
কিবা রাজ্য অতীন্দ্রিয় অমরা-বিভাস
ভাসে তাহে, সশরীর-কল্পনা-মূরতি ?

শশীর দিবসে এই, কিবা কার্য্য তব,—
কিবা সূক্ষ্মতম চিন্তা এ রবি-নিশায় ?
শশীর এ জাগরণে কি মরত-শোভা,—
হের কোন স্বর্গ এই রবির স্বপনে ?

২

ত্রিদিব-বিহঙ্গ তুমি, আলো কর পান,—
মিশানো শোনিতে তব বাসনা-কালিমা ?
পীড়ে কি চেতনা বেড়ি জড়ের নিগড় ?
আনন্দের চারু গৃহ হৃদয়-মন্দিরে,
জীবনে মরণ মত, আছে প্রতিষ্ঠিত
বিষাদের মৃত্যুময়ী নিশীথ-প্রতিমা ?
বিশ্বের কুটিল-গ্রন্থি-ছেদন-প্রয়াসী
মধ্যাহ্ন-আলোকবৎ বুদ্ধির সু-ধার
আছে কি কোষিত হয়ে গোধূলি-সন্দেহে,—
আলো অন্ধকারে বোনা তন্দ্রা-আচ্ছাদনে
অর্দ্ধ-নিমীলিত মুগ্ধ অলস আঁখিতে
স্ফুরণেচ্ছু লুপ্তপ্রভা কিরণের প্রায় ?
না, না,—হেন কথা কভু মনে নাহি লয়,—
আলোকের শিশু তুমি অমৃতে পালিত।

৩

ধরণীর স্তন্যপায়ী, মাটিতে গঠিত,
জড়-বিজড়িত-আত্মা, অস্ফুট-চেতন,
দুর্ব্বল মানব মাগে, গর্ব্ব পরিহরি,
বিশ্বতত্ত্ব শিখিবারে তোমার নিকটে।
অস্বচ্ছ-কঠোর তার মাটির হৃদয়;
জ্যোতির্ম্ময় উর্ম্মিমালা নাচে চারি ভিতে,
আঘাতি তাহার মূলে, লভিতে প্রবেশ,
কিন্তু এসে ফিরে যায় হয়ে প্রতিহত,
করি মাত্র নিজ কান্তি পরশ-আবিল!
বলে দাও,—কিসে হয় স্ফটিক-বিশদ
হেন মানবের চিত্ত; যাহে সত্যভাতি
পশি প্রতি অণুকণে করে উদ্ভাসিত
ঘন-অন্ধকার তার মানস-কন্দর,—
নিশাময় আকাশের মসীর হৃদয়
উদ্ভাসে যেমতি ওই রজত চন্দ্রিকা!
বলে দাও!—ডাকে নর তীব্র-আর্ত্তনাদে;
শত-অমা-ঘনীভূত নিবিড় তিমিরে
প্রাণপণে মেলি আঁখি (চাপে যাহে গুরু
সে নিশীথ-ভার, দৃঢ় পাষাণের মত,

অবরোধি কাতরতা-উষ্ণপ্রস্রবণ),
বিফলে দেখিতে চাহে আলো-উষা-কণা,
গুমরি অন্তরে ঘোর ভূকম্প-বেদনে !
বলে দাও !—আলোধারা সে আঁধারে ঢালি !
বলে দাও !—ঢালি সুধা সে নিগূঢ় দাহে।

THE

Meeting of the Witangemot,

A SONG OF THE HOUR,

BY
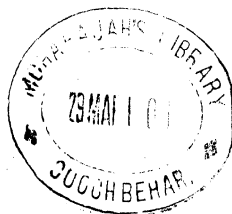
ERIC BRIGHTEYES.

Prefatory Sonnets.

I.

To the Queen.

Gentle and great, Thou thrice-blest Island-Queen!
Majestic-mild, like golden sky of morn!
The dawn, that of Thy throne of light is born,
Hath sent across the seas its joyous sheen,
To chase the depth on depth of gloom profound,
That sits, a sorrow's weight, on brow of East,—
To thaw to life her seeming-lifeless breast,
Cold as her own Himavat, death-frost-bound!
The dawn on darkness!—Let it grow apace;
Let jealous rage and tyrant hauteur fly
Before the sweetness of compelling grace;
Let grateful History's reverted eye
The full day to Thy beam of morning trace,—
The spring of light, and life, and hope, glory-
visioned, high!

II.

Welcome to Lord Elgin the Second.

Welcome to shores of Ind, O Noble-born !—
Proconsul fit of SHE whose right is might,
Whose throne, secure on justice' pillared height,
The foe, or rebel earthquake, laughs to scorn !
O welcome thou to land of vanished fame,
Of might of mind and arm in ruins proud,
Of beauty rare and calm in corpse's shroud,
Where life *may* lurk mid seeming-quenchèd flame !
O, feel, with gentle art, her pulse, her breast,
With love's alchemy she again may breathe
As free, as when she taught the lisping West,
Ere traitor sword within her heart found sheath !
Win welcome to her bosom's inmost nest,
And take the Eastern bridegroom's prize,—love's darling wreath !

THE

Meeting of the Witangemot,

A SONG OF THE HOUR,

BY

ERIC BRIGHTEYES.

I.

In council met the Wise Men old,
Their brows agleam with wisdom bold,
And thus their righteous minds they told,
In accents deep and low;
Riving the silence of the Hall,
They rang against the oaken wall,—
They rang, on anvil hammer's fall,—
Clear, distinct and slow.

II.

The Spokesman, chosen of the band,
Deep in mind and strong of hand,—
He stood in posture of command,
In flowing robes bedight ;
His long white beard, his face serene,
His deep-brow-roofed bright grey eyes keen,
And close-curve lips, and stately mien,
Bespoke his manhood's height.

III.

Upon the silence of the Hall,
With hammer-weight his words did fall,
Riveting truth to soul of all,—
Truth and justice fair :
And thus, in accents deep and low,
Outspoken, clear, distinct, and slow,
With leap and break of cataract-flow,
Fell his eloquence rare :

IV.

"Hearken, brothers, what I say,
Hearken, ere you give it 'nay',
O ponder well, and win to-day
The golden crown of fame;
Crown giant strength with gentleness,
Crown towering mind with will to bless,
With large-souled Justice' deathless grace
O crown your hearts of flame!

V.

"Our tuneful bards sing, rapt in fire,
Striking loud the patriot lyre,
How, in chapman-like attire,
Our Viking fathers bold,
Across blue ocean's milk-white foam,
Like lords of sea, did dauntless roam,
Scorning the joys of love and home,
In pirate quest of gold;

VI.

"How, spurning ocean's angry surge,
Despoiling many a lovely marge,
With trusty sails their good ships large,
Careering proudly flew,
Past Sun-set Ocean's mountain-swell,
And past the land where black men dwell,
To where the day-god throws his spell
In morning's rosy hue.

VII.

"Pirates from north and south they fought,
And ruin red full soon they brought,
Till foes, in rue, their mercy sought,—
Such valiant sea-dogs they !—
Till the Sun-rise Land in groan of pain
Of feuds that tore her frame in twain,
With bended knees—and not in vain—
To them for help did pray.

VIII.

'She had her sagas and her saws,
She had her gods, she had her laws,
Her ancient sons did win applause
In feats of mind and arm;—
'Twas proud to lend a helping hand,
Full proud to burst her iron band,
Yea, proud, this glorious Sun-rise Land
To shield from fear and harm!

IX.

"From love of pow'r, from love of gold,
From love of fame, our fathers bold
Lent mighty help; and, O behold!
A goodly empire grew;
Beneath their peace-dispensing might,
Red feud was quelled, black wrong set right;-
A kingdom great, so fair, so bright,
No monarch ever knew.

X.

"They poured new blood into her frame,—
She had been pale, and halting lame,—
Till on the Sun-rise Land there came
        The sun-rise hue of health ;
They fed her with our sagas' lore,
And with our bards' rich music-store ;—
In gladness, lavish did she pour
        Into their lap her wealth.

XI.

"Full swift she leapt from hue to hue,
Swift sped red blood her blue veins through,
At heart she joy and gladness knew,—
        This beauteous Land of Dawn ;
And covered by our fathers' might,
She brought forth children strong and bright,
O brothers, 'twas a goodly sight,
        To see them 'bout her drawn !

XII.

"Our brothers they;—though outward dark,
In them bright glows our fathers' spark,
Attentively, O brothers, hark !
In their fair cause I plead ;
Distant wails through midnight gloom,
Across wide ocean's thundrous boom
To me have come, like voice of tomb,—
I have your wisdom's need."

XIII.

With this, he paused a breathing-space,
A light shot o'er his manly grace :
Expectantly upon his face,
The gathered Witan hung ;—
He paused until the echoes deep
Swooned and sank in silence-sleep,
Then forth again high words did leap,
From deepest feeling sprung.

XIV.

"Now, listen, Wise Men, to my tale,
Made half of pœan, half of wail,
Glory and lapse in equal scale,
    A tale of love and hate,
Struggles of honor and of self,
Of high resolve and sordid pelf,
Of god of truth and lying elf,—
    The tale I now relate.

XV.

"Our sires unto our brothers swore,—
'We'll cherish you for ever-more,'—
And made this known the country o'er,
    In solemn pledge of love ;
The Sunrise Land, like morning sky,
Blushed joy at face, and glowed at eye,
And wafted thanks in grateful sigh
    To gods that dwell above.

XVI.

"Anon dark doubts and jealous fear
Shadowed our fathers' conscience clear,
They thought of *us*,—to them more dear,—
They thought, and thoughtful grew;
But jüstice came and chased away
This gathering twilight's threatened sway,
Unclouded yet remained the day,—
Their pledge they swore anew.

XVII.

"Our dusky brothers with content
On words of truth and honor leant,
The news from home to home was sent
In leaping joy's throb ;—
They linked their darksome brow with ours,
They poured their heart in ruddy showers
In rooting deep our fathers' powers,
Without a groan or sob ;

XVIII.

"Till from the White Head Peak that takes
The first red ray, when Day-god wakes,
And, raining gold, his splendour shakes
Upon the sleeping earth,
To where the lapping ocean-wave
From dawn to dawn doth ceaseless lave
The land of palm and coral cave,
Of pearls the place of birth,—

XIX.

"The reeking sword in peace ensheathed,—
With joy-bright face in smile enwreathed,—
A living empire heaved and breathed,
Three-hundred-million-souled ;
To north, to south, to east, to west,
Flashed with light its beauteous breast,—
A scroll of fame, ray-fringed, and prest
With letters all of gold !"

XX.

Like distant thunder's muffled din,
Arose a sound the Hall within,
In praise of great and high Wodin,—
The Speaker's voice was drowned;
Full soon again came silence deep,
Full soon from him high words did leap,
Like waterfall from craggy steep,
And through the Hall resound.

XXI.

"Alas lost faith and palsied will!—
Our fathers never did fulfil
The promise made,—their thoughts were still
Turned upon *us* here;
And 'mid the triumph, glory-girt,
Of present strength, they wanton hurt
Our brother-warriors' tenderest part,
In rash disdain of fear.

XXII.

"So Hela's flame possessed their soul,
Now mad, infuriate, past control,
To vengeance, now their only goal,
They rushed through path of blood:
Drowned were mem'ries of days gone by,
Drowned reverent love, and purpose high,
Grimly raged from sky to sky
The red unholy flood.

XXIII.

"A moment's fit ;—the plunges wild
Of harshly-treated feeling child !—
Full soon their foolish hearts beguiled
Tasted dread remorse ;—
Swiftly the scourge came—sure enow !—
Hung—ghastly sight !—on every bough,
With mangled form and branded brow,
Our rebel brothers' corse !

XXIV.

"Now came the Mother's yearning heart,
When father's rod had done its part,
With loving strokes She soothed the smart,
She kissed them in her tears ;
She said in golden voice of May,—
'Let cease your rough-rude Viking way,
Feeling hearts need gentler sway,
Now love shall rule, not fears.'

XXV.

"Out rang the trumpet golden-tongue,
Like gladdening burst of spring-time song,—
'It is Our will, Our sons among
No caste for skin shall be ;
Our children dark, Our children white,
Shall of Our smile have equal light,
Ye holy gods, before your sight
This sacred oath take We' !"

XXVI.

The Hall was hushed in silence deep,
As if entombed in trancèd sleep,
One almost heard the great heart-leap
That beat 'neath bursting ribs ;—
A presence seemed to fill the Hall,
In solemn awe deep-wrapt were all ;
With dreadsome echoes 'gainst the wall
Re-oped the speaker's lips :

XXVII.

"The tomb has closed o'er many a year,
It came in hope, it died in tear,
Which froze upon its hard and sere
And winter-withered cheek,
The tear for pang of hope deferred,—
For honor's sacred pledges marred,—
For justice' truthful claims unheard,—
For patient suffering meek.

XXVIII.

"Many such years !—They came and wore
From rose-hued May to winter hoar ;—
The solemn oaths our fathers swore
A mockery still remain ;
And still our Mother's sacred vow,
Taken with heavenward-raisèd brow,—
O shame, that it is even now
Mere empty word and vain !

XXIX.

"O shame, that still our brothers weep
Upon our honor's death-like sleep,—
Our promise to the ear we keep,
And break it to the hope!
Is this your curse, ye gods, for crime,—
From starry height of truth sublime,
That helpless, hopeless, we should climb
Down falsehood's slimy slope ?

XXX.

"In wisdom great, O brothers all!
Do you not feel, amid this Hall,
The ghostly tread, the gods' footfall,
In outraged majesty,
Of dreaded Thor and fierce Wodin,
Of gentle Freya and Norns thin ?—
This darkness weird, this ghostly din,
O brothers, hear and see !"

XXXI.

He paused and stared ; his brow about
Like great round pearls the sweat stood out,
As if the feelings deep, devout,
That rushed from heart to eye,
Took thought, in that tumultuous race,
Not there, by drops, to bring disgrace,
And, rushing higher up the face,
Burst on his forehead high.

XXXII.

And when relaxed the godly spell,
With heat divine their hearts did swell,
They said, with will which none could quell,
In accents deep and low,
"By Mother's oath and Wodin's name,
We'll wipe this blot of blackest shame,
We'll wear the golden crown of fame !"—
The echoes faded slow.

Printed & Published by Mookerjee & Co., Calcutta Press, 67, Nimtollah Street.

THE

MEGHADUTA

OF

KALIDASA

IN BENGALI VERSE

BY

B. C. MITTER, M. A., C. S.

TO BE HAD OF ALL THE BOOK-SELLERS.

Price Annas Twelve.

OPINIONS.

Hon. Mr. R. C. DUTT, C.S., C.I.E, writes :—'To say that it is the best translation into Bengali of any Sanskrit poem that I have ever seen, would scarcely convey my opinion adequately. Yours is more than a mere translation,—the lines have rhythm and cadence which charm the ear, and the beauty and sweetness and skill of your style entrànce the soul of the reader. The last portion is charming too in its simplicity and easy flow of verse, and reproduces the beauty and surprising freshness and richness of Kalidasa's immortal poetry. I do not think I am mistaken in believing that this translation will make a name for you in Bengali literature."

Sir Romesh Chunder Mitter, kt., writes:—"So far as I have read the translation, it deserves all the praise bestowed upon it. . . . The cadence and the mellifluous flow of the translation are indeed charming. I wonder how you could impart to the work this charming feature and at the same time follow the text so closely as you have done. I am sanguine that it will have a lasting place in Bengali literature."

Hon'ble Justice Gooroodass Banerjee, writes:—"I have read a good portion of the book and read it with great pleasure. The translation has the rare merit of combining a close and faithful adherence to the original with an ease and elegance of diction and a melody of versification not often found in original compositions. The work deserves a high place in our poetical literature."—*June 11, 1893.*

Babu Saroda Charan Mitra, m.a., b.l., Vakil, High Court, writes:—"The *Meghduta* of Kalidas has been translated in many languages and I know two Bengali translations of it being extant. I have no hesitation in saying that this metrical translation is decidedly superior to the other two, and in faithfulness and accuracy it surpasses all other translations either in Bengali or in the European languages. The rhythm of the present translation is exceptionally nice. The only defect that strikes me is one that is unavoidable in translation from Sanskrit to any other language of the world, especially the Sanskrit of Kalidas—it has not the charm the original has as regards the solemnity of the verse, the sombre feelings it awakens and the pathetic sentiments which the very language creates. As a translaton, however, the book under review is excellent."—*11th June 1893.*

PROF. KRISHNA KAMAL BHATTACHARJEE, B.L., Vakil, High Court, Principal, Ripon College, writes:—"I liked it exceedingly well—its metre and its choice of words, and its simplicity of language.......I have no doubt it should be a delightful work of poetry in Bengali."—*13th June, 1893.*

MR. B. L. GUPTA, C.S., District and Session Judge of Cuttack, writes :—"I have perused your *Meghduta*, comparing many of the verses with the original. I close the book with a feeling of admiration for its general excellence. You have performed a very difficult task with rare skill and success : for, not only has the original text been closely rendered, but the essence and the aroma of the poetry have been well preserved. The work is conspicuous for the easy flow of language and the harmony of rhythm which characterise most of the stanzas."

LATE BABU BANKIM CHANDRA CHATTERJEE writes :—"* * think very highly of your *Meghduta.* This saying includes every sort of detailed criticism of your work."

BABU CHANDRA NATH BOSE writes :—"I consider it a peculiar happiness that my first communication with a writer like you should be of the nature of a hearty congratulation on your masterly execution of a piece of literary work which I have always considered so difficult on account of its inexpressible delicacy. The *Meghduta* is one of our master-poet's master-pieces, as exquisite in conception as in execution, and possessed of a charm which is as true as it is noble and delicate. Merely to translate such a thing into Bengali is a service to our literature ; but to translate it with the power, the art, the skill and the insight seen in your verse, is a glory all your own."—*17th June, 1893.*

Babu Radha Nath Rai, Inspector of Schools, Orissa Division, writes :—"I cordially congratulate you on the long-looked-for publication of your *Meghduta*. Though a translation, I consider its position in Bengali literature unique, so much so, indeed, as to entitle it to take rank with the very original productions which the language can boast of. The prelude is worthy of the text breathing as it does a soul aflame with poetical fervour. I have no doubt that the production will be life-long favourite with many a Bengali reader, that our Sanskrit readers will find it a valuable resource against many a weary hour as it will help them to realise the beauties of Kalidas all the better by a sort of reflex light which only a translation like yours is capable of shedding on the original."—*7th July, 1893.*

Babu Rajendra Chandra Shastri, M.A., writes :—"Your translation, as far as I can judge, has been excellent. I have seen many other translations of the *Meghduta* ; but none of them can compare to yours in point of general accuracy and literary excellence."

"This is a metrical version of the *Meghduta* of Kalidasa, and one of the very best, issued up to date. Such is the excellence of the composition, that though it represents a close translation of the text, stanza by stanza, readers, unacquainted with the fact, will take it as an original poem. The writer has simultaneously given evidence of his poetical powers and thorough grasp of the spirit of Kalidasa. An additional attraction is presented in the shape of a map, showing the route which the cloud messenger, is directed by the *yaksha* to take, with reference to the geographical position of the country."—*Indian Mirror.*

"We have received from Mr. BARODA CHARAN MITTER, the young and successful Settlement Officer of Katak, a Bengali translation of Kalidas's immortal *Meghduta*, which Mr. R. C. Dutt considers to be the best translation into Bengali of any Sanskrit poem that he has ever seen. Nor is this too high praise, for Sanskrit poems as a rule cannot be well translated into any language, leave alone Bengali. Mr. Baroda Charan Mitter had therefore a difficult and arduous task before him, rendered much more difficult by translators who had preceded him and failed in their work. He has acquitted himself well, for even those who have read the lyric in original, rise from the perusal of Mr. Mitter's translations with a sense of zest and freshness which would be impossible in the case of other translations. His skilful rendering of many of the parts that would do violence to modern taste earns him the thanks of those who know the original, while the rhythm and cadence is all that could be desired. A pretty prologue ushers in the work and it is fittingly dedicated to Mr. R. C. Dutt. A map of the tract supposed to be traversed by the cloud messenger materially adds to the value of the book and the get up is highly creditable. Mr. Baroda Charan Mitter, who has already made a name for himself by boldly standing out for his service, is engaged in other interesting literary works which will appear in due course."—*Hindu Patriot.*